প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৯৭০



প্রকাশনায়ঃ হামিদুল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা ১। মুদ্রণেঃ এ.ডি. এম.
খান, দি ক্রাউন প্রেস, ২ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১।

উৎসর্গ

আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ রায়
পূজনীয়েষু

ভূমিকা

রূপসৃষ্টিতে ভূমিকা নিস্প্রয়োজন। রূপ তার আপন স্বরূপেই মুগ্ধ করবে, নিজেকে ব্যক্ত করবে। তদতিরিক্ত স্রষ্টার আর কোনও বক্তব্য অবান্তর। রস রূপকে আশ্রয় করে'ই হৃদয়ে প্রবেশ করবে, লেখকের ব্যাখ্যা বিবৃতির ফুংকার পরিবাহিত হয়ে নয়। তথাপি রূপকর্ম্মের আঙ্গিক প্রকরণে যেখানে কোনও আনকোরা অভিনবত্ব থাকে যা' পাঠককে অপরিচয় হেতু ব্যাহত করতে পারে, তার রসোপলব্ধির সহায়তার জন্য লেখক যদি সেই ক্ষেত্রে, সেই নূতনের কিছু প্রাক্ পরিচয় দান করেন, বোধহয় তা অসমীচীন হয় না। পাঠকসাধারণও সামান্যতঃ এর প্রত্যাশাই করেন। এই যুক্তিতেই বর্ত্তমান ভূমিকার অবতারণা।

আমার এই কাব্যনাটকটিতে আমি গ্রীক* নাট্যশৈলী অনুসরণের চেষ্টা করেছি। গ্রীক নাটকের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক অভিনবত্ব তার 'কোরাস'। আধুনিক নাটকে এই কোরাসের অনুরূপ কিছু নেই। সে-কারণে এর বিশদ পরিচয় দেওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই 'কোরাস' এমন কিছু চরিত্র যারা নাটকের মধ্যে থেকেও ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে না। তারা সর্ব্বক্ষণ মঞ্চে অবস্থিত, কিন্তু দ্রষ্টা রূপে মাত্র, কর্ত্তা রূপে নয়। কিন্তু তারা নিলিপ্ত দর্শক মাত্রও নয়। তারা সংবেদনশীল, অনুভাবনায় সংলিপ্ত, নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনার পরিণতি সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহী, এবং তারা সোচ্চার। তারা তাদের সমবেত ভাবভাবনা, ভয় উৎকণ্ঠা, হর্ষ বিষাদ, ব্যক্ত করে' চলেছে ঘটনার বাঁকে বাঁকে ও যতিতে যতিতে। তারা সমষ্টিভূত। মিলিত তাদের সত্তা চিত্ত বাক্য—একসূত্রে গাঁথা। তারা যেন সমাজের প্রতিভূ। নাটকের

---

*এখানে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের এস্কিলস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস খ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক নাটকই উদ্দিষ্ট।

মুখ্য চরিত্রের প্রতি অনুরাগী ও সহানুভূতিশীল বৃহত্তর সমাজের তারা যেন প্রতীক। যে-নাটকে মুখ্য চরিত্র পুরুষ সেখানে কোরাস সাধারণতঃ পুরুষ, যেখানে নারী চরিত্রই মুখ্য সেখানে কোরাস প্রায়শঃ নারী।

প্রত্যেক দেশের নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য তার জন্ম লগ্নের পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গ্রীক নাটকের জন্ম ও বিকাশে কোরাসের ভূমিকা ছিল মুখ্যতম। কোরাসকেই গ্রীক নাট্যকলার আদি জননী বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই গ্রীক নাটকে কোরাস এমন কেন্দ্র-বর্ত্তী হয়ে আছে। এ নাটকে ঘটনা ও পাত্রপাত্রীকে কোরাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। তিনের সম্মিলিত ভূমিকা এই নাটকে—তিনই সমান মুখ্য। গ্রীক নাটকের যে বিশেষ আবেদন ও রসের উৎকর্ষ তা তার এই কোরাসসম্মিত রূপের জন্যই।

এখানে উল্লেখনীয় যে গ্রীক নাটকে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর সঙ্গে কোরাসের সংলাপ—এরূপ সংলাপ অসুলভ নয়—কথায় নিবদ্ধ হলেও কোরাসের সমবেত ভাবন চিন্তন ও স্বগতভাষণ রূপায়িত হোত নৃত্যসম্বলিত উদাত্ত কাব্যগীতি (ode) দ্বারা। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের 'সীরিয়াস' নাটকে নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্য অকল্পনীয়। তাই গ্রীক শৈলীতে রচিত আধুনিক নাটকে কোরাসের বক্তব্য কাব্যবাণী মাত্র, সঙ্গীত নয়,—কণ্ঠেরও নয়, দেহেরও নয়—কবিতা রূপে কথনীয়, গেয় নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কোরাসের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া যখন তেমন স্পষ্ট নয়, নাটকের ঘটনা প্রবাহের সে যখন দর্শক মাত্র অংশী নয়, এবং বিশেষতঃ, যখন 'কোরাস' বাদ দিয়ে সার্থক নাটক রচনার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে অসুলভ নয়—সেক্সপীয়র, রাসিন প্রভৃতির মহৎ সৃষ্টিগুলি—তখন কোরাস সম্বলিত নাটক রচনার বিশেষ সার্থকতা কোথায়?

এর উত্তরে আমি বলবো, গ্রীক নাটকে ট্র্যাজেডির রস যেরূপ ঘনীভূত সেরূপ আর কোনো নাটকেই নয়। এবং এই রসসিদ্ধির মূলে আঙ্গিক প্রকরণ ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যের অবদানও যে অনেকখানি তাও সর্ব্বজন স্বীকৃত। কোরাস ছাড়া যে সার্থক ট্র্যাজেডি হয় না তা নয়, তবে কোরাসের সংযোগে এক অতিবিস্ময়কর গভীর গম্ভীর ও মহত্বপূর্ণ ট্র্যাজেডিনাট্য যে সম্ভব তা-ও অস্বীকার করার উপায় নাই।

কোরাসের মাধ্যমে নাটকের সহিত দর্শকের যে-রসসংযোগ সাধিত হয়, কোরাস যেভাবে আদর্শ দর্শকের মতো নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত, সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, তার ইঙ্গিত ও মর্ম্মবাণী, সূক্ষ্ম সংবেদনার সহিত অনুভব ও ব্যঞ্জিত করে' চলে তা অন্য কোনো উপায়েই সাধ্য নয়। তা ছাড়া নাট্যকারের আপন উক্তির বাহন হিসাবেও কোরাসের মূল্য অশেষ।

মূলতঃ নাটক নৈর্ব্যক্তিক শিল্পকর্ম্ম। এবং এইখানেই ঔপন্যাসিকের সাথে নাট্যকারের মৌলিক প্রভেদ। ঔপন্যাসিকের আপন জবানিতে মতামত প্রকাশের যে-স্বাধীনতা সর্ব্বজনস্বীকৃত তা নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান বিশেষাধিকার। এই উপায়-সৌকর্য্য রসসৃষ্টি ও ভাবসঞ্চারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের কাজ সহজতর করেছে। নাটকে অনুরূপ প্রত্যক্ষ ভাষণের (direct statement-য়ের) সামান্যতম সুযোগও না থাকায় নাট্যকারের পক্ষে রসসিদ্ধি কঠিনতর। গ্রীক নাটক এক অদ্ভুত উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করেছে। কোরাসই নাট্যকারের সেই প্রত্যক্ষভাষণের উপায়, রসসিদ্ধি অর্জ্জনে তার এক মহৎ সাধন।

আধুনিক যুগের নাটকে কোরাস বর্জ্জিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাষণের এই উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আধুনিক নাট্যকারগণ যে প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা ও অনস্বীকার্য। কোরাসের এই অভাব উত্তীর্ণ হওয়ার বিবিধ চেষ্টাতেই তা

প্রতিভাত। এই জন্যই দেখি নাটকের মধ্যে অসংশ্লিষ্ট ও স্বল্পসংশ্লিষ্ট চরিত্রের অবতারণা—যাদের বলা হয়েছে 'কোরাস-চরিত্র'—ও তাদের জবানিতে নাট্যকারের আপন উক্তি কিছুটা সঞ্চালিত করা। এবং এরই জন্য দেখি নাটকীয় চরিত্রের মুখে স্থান বিশেষে অ-চরিত্রানুগ (off character) ও সামঞ্জস্যহীন উক্তির যোজনা। এবং প্রত্যক্ষভাষণের এই উপকরণ-দৈন্য ও তজ্জনিত অসামর্থ্য অতিক্রমণের প্রয়াসই এক্স্প্রেশনিষ্ট (expressionist), সীম্বলিষ্ট (symbolist), এ্যাবসার্ড (absurd) প্রভৃতি নানা রূপ ও রীতির নাট্যপ্রচেষ্টার মধ্যেও প্রতিভাষিত।

গ্রীক নাটক অনেকগুলি স্বীকৃত রীতি (convention) ও সঙ্কেতের ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। নাটক মাত্রেই বহুলতঃ তা-ই। তবে অতিআধুনিক কালে বস্তুনিষ্ঠার আন্দোলনের ফলে নাটক ক্রমশঃ সঙ্কেতমুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর ফল কিন্তু নাটকের পক্ষে আদৌ শুভ হয় নি। বাস্তবের অতিপারবশ্যতার ফলে নাটক ক্রমশঃ নিতান্ত খেলো ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়লো। কিন্তু স্বভাবের নিয়মেই দেখা দিল বিদ্রোহ—বাস্তবের বিপরীতে মুখ ফেরানোর চেষ্টায়। সাম্প্রতিক কাব্যনাটক আন্দোলনও সেই বিদ্রোহের অন্তর্গত। নাটককে তার আপন ঐশ্বর্য্যের মহৎ অধিকারে প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন।

কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে গ্রীক নাটক ধ্রুপদী অঙ্গের। তার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিয়ম-সংহত, দৃঢ়নিষ্ঠ ও গাঢ়-সম্বদ্ধ। কিন্তু এই কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ দিয়েছে তাকে অসামান্য ঋজুতা, গভীরতা ও মিতবাক্ গাম্ভীর্য্য। রেনেসাঁস-উত্তর রোমান্টিক নাটকের খেয়ালী স্বাতন্ত্র্যে এই স্বাদ সুলভ নয়। বাংলা কাব্যনাটকে এই গ্রীক ধ্রুপদী রীতির অনুস্মৃতি অপরিচয় হেতু পাঠক ও দর্শক মনে বিরূপতা সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। অভ্যস্ত রীতি পদ্ধতির হের

ফেরে সাময়িক একটু অস্বস্তি বোধ হলেও, নূতন শৈলীর শৈল্পিক আবেদন ক্রমশঃ মনকে অধিকার করবেই। শুধু নাট্যরস-স্বাদোন্মুখ মুক্ত মন নিয়ে নাটকটি গ্রহণ করুন এই আমার আবেদন। রূপের অভিনবত্ব কোনও প্রতিবন্ধক হবে না।

অভিনয়কালে এই নাটকের কোরাসের রূপায়ন সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা এই প্রসঙ্গে বিধেয়। গ্রীক রঙ্গস্থলীর অতিপ্রশস্ত নৃত্য-মণ্ডলে ('অর্কেষ্ট্রা'-য়) পোনেরো কেন পঞ্চাশ জনের কোরাসেরও স্থান অপ্রতুল হোত না। কিন্তু বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন মঞ্চে পনেরোজন কোরাসের উপস্থিতিও বড় বেশী ভিড়ের মতো মনে হতে পারে। তাই আমার মতে এই নাটকে কোরাসের সংখ্যা ছয় অথবা সাত জন হলেই যথেষ্ট হবে। যখন তারা ঘটনাবলীর নীরব দর্শক মাত্র তখন 'কোরাস' মঞ্চের পিছনের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বা অন্য কোনও বিন্যাসে দাঁড়াবে। আর যখন তারা সোচ্চার ও বাঙ্ময় হবে তখন এগিয়ে আসবে। সকলে সমস্বরে কথা বললে তাদের বক্তব্য একটু শ্রুতিকটু লাগতে পারে। তাদের দীর্ঘ বক্তব্য ভাগ করে অংশ বিশেষ দু'জন করে' বললে সম্ভবতঃ অধিকতর রোচনীয় হবে। তবে এক্ষেত্রে নাট্য পরিচালক তাঁর নিজস্ব বিচার বুদ্ধি মতো অন্যরূপ নির্দ্দেশও দিতে পারেন। কোরাসের বেশ-সজ্জা কিরূপ হবে পরিচালক ও প্রযোজক তা-ও স্থির করতে পারেন, তবে স্মরণ রাখতে হবে যে কোরাসের ব্যক্তিত্ব সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব, তাই তাদের সকলের সাজ পোষাক একই প্রকার হওয়া সঙ্গত। অতিরিক্ত বর্ণাঢ্য হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে তারা অযোধ্যার নাগরিকবৃন্দ। তাদের পরিচ্ছদে সেই তৎ-সাময়িকতা প্রত্যাশা করা যায়। এবং তাদের ভূমিকা অনুযায়ী তারা সকলেই মধ্যবয়সী হলেই যুক্ততর হবে।

নাট্যকার

চরিত্র সুচী

দশরথ

কৌশল্যা

কৈকেয়ী

শ্রীরাম

বশিষ্ঠ }
জাবালি } রাজপুরোহিত

প্রতিহারী, দৌবারিক, ভৃত্য, বার্ত্তাবহ প্রভৃতি

এবং অযোধ্যার অধিবাসীগণের 'কোরাস'

দশরথ

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ— হে পূষণ, শুভঙ্কর, শুভফল দাও।
চেষ্টা মোর সর্বসিদ্ধ শ্রেয়োগর্ভ হোক।
সোৎকণ্ঠ আমার মন রাজার আদেশে,—
রাজপুত্র শ্রীরামের যৌব অভিষেক
অচিরে সাধিতে হবে আগামী প্রভাতে।
মহতী উৎসব হেন, জানে ত্রিভুবন,
অল্পায়াস পরিসাধ্য নয়। তারো চেয়ে
সমুদ্বিগ্নকর এই অতিব্যস্ত ত্বরা
অনর্থ-আবহ। যাহা কিছু অবিমৃষ্ট,
মন্ত্রণাবিরোধী, যাহা কিছু ধৈর্য্যহীন,
চিরদিন ভয়ের কারণ, দুঃখাবহ
অদৃষ্ট-অঙ্কুশে। মোর নম্র নিবেদন,—
ঊর্দ্ধশ্বাসে এ-উৎসব কৃত্য নহে কভু,
অশোভন, লোকনিন্দাকর,—ব্যর্থ হোল
নৃপতির ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে। তবু তাঁরে
আর বার বুঝায়ে বলিব, শ্রেয়োমুখ
যুক্তি দিয়ে আর বার করিব ভজনা,
উপশান্ত হয় যদি অন্ধ দুরাগ্রহ তাঁর
রুদ্রের ভ্রূকুটি-অভিসারী।

[রাজপুরোহিত জাবালির প্রবেশ]

জাবালি— হে মহর্ষি,
ধরা দিল দশরথ রঘুকুলপতি
যুক্তিগ্রাসে তব? প্রমাদ-আচ্ছন্ন দৃষ্টি
স্বচ্ছতর হোল কি রাজার?

বশিষ্ঠ— হে জাবালি,
তারই তরে প্রতীক্ষিয়া আছি। দেখি যদি
উভয়ের যুগ্ম আবেদনে হৃদ্যতর
প্রতিবাক্য পাই নৃপতির।
ঐ যে আসেন তিনি।

[দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— প্রণতি গ্রহন করো দ্বিজোত্তমগণ।

বশিষ্ঠ— জয়োস্তু কল্যাণ মহারাজ। আসিয়াছি
পুনঃ কিছু নিবেদন লয়ে, শ্রীরামের
অভিষেক-প্রতিবন্ধী কিছু বিচারণা।

দশরথ— ক্ষমা করো মুনিবর। বলেছি তো
এই স্থির সঙ্কল্প আমার : কাল শুভ প্রাতে
শ্রীরামেরে যৌবরাজ্য দান,—অভীপ্সিত
শ্রেয়োকর্ম্ম অচিরে নির্বাহ।
শুভক্ষণ শুভদিন হয়েছে সংযোগ
বিলম্বের হেতু নাই কোনও। তাহা ছাড়া
দেখেছি দুঃস্বপ্ন আমি অতি নিদারুণ,—
সে কারণও শুভকর্ম্মে বিঘ্ন আশঙ্কায়
চিত্ত মোর হয়েছে চঞ্চল। তাই স্থির-

সঙ্কল্পিত আমি, পক্ষকাল বিলম্বের
নাহি প্রয়োজন। ভূরি আয়োজন নাই হয়,
কিবা ক্ষতি? অযোধ্যার আপামর জন,
প্রিয়দর্শী প্রিয়ভাষী সর্ব্বগুণময়
শ্রীরামের অভিষেক ত্বরায়িত শুনে,
আনন্দে উচ্ছল হবে বহু ভাগ্য মানি'—
রামচন্দ্র প্রিয় সকলের।

বশিষ্ঠ— হে রাজন্,
প্রশ্ন তাহা নয়। সর্ব্বজন প্রিয় রাম,
প্রজাপুঞ্জ-হৃদয়রঞ্জন, জানি আমি তাহা।
কিন্তু দেব, অভিষেক আদি, সমষ্টির
স্বার্থ ও কল্যাণ বিজড়িত, রাজ্যশ্রীর
মহামহোৎসবগুলি একটি রাজ্যের
শুধু একান্ত বিষয় নহে। প্রতিবেশী
সব রাজ্যে এ সন্দেশ দূতযোগে
প্রেরণীয়, অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ সহ।
সামন্ত রাজন্যবর্গ যতো তাহাদেরও
মর্য্যাদার ক্রমে আমন্ত্রণ উপহার আদি
অবশ্য সম্প্রেষণীয়। এত স্বল্প কালে
এ সকল সুষ্ঠুভাবে সুনিষ্পন্ন হওয়া
না দেখি সম্ভব।

জাবালি— মহারাজ!
স্বপ্ন শুধু কল্পনাই, মিথ্যা ভয় তারে।
পুর্ব্ব-সঙ্কল্পিত দিনে, যথানির্দ্ধারিত,
শ্রেয়স্কর করণীয় এই অভিষেক।

দশরথ— মুনিগণ, চিত্ত মোর একান্ত ব্যাকুল।
প্রাণাধিক শ্রীরামেরে যৌবরাজ্য দিয়ে
মুক্ত হবো সংসারের সর্ব্বদায় হতে,
চলে যাবো বানপ্রস্থে শান্ত নির্ব্বন্ধন,
স্নেহার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত, নিত্য শঙ্কা-আন্দোলিত,
এ-সংসার পিঞ্জরের অবরোধ ছাড়ি।
আমার প্রাণের আর্তি কেহ বুঝিবে না।

বশিষ্ঠ— এ ছাড়াও মহারাজ আরো চিন্তনীয়,
কুমার ভরত আছে মাতুল-আলয়ে,
সুদূর কেকয় রাজ্যে, শত্রুঘ্নেরে লয়ে।
শ্রীরামের অভিষেকে তাহারা উভয়ে
রবে দূরে অনাহূত, অবজ্ঞাত, আর
অজ্ঞাত-সংবাদ, এ-অদ্ভুত পরিস্থিতি
একান্ত অশ্রুতপূর্ব্ব, অশ্লাঘ্যও বটে।

দশরথ— দোষ নাহি হেরি, ভরত শত্রুঘ্ন যদি
রহে দূরে রাম-অভিষেকে। অনুজ তাহারা,
—ভরত নিকটতম—নাহি যায় বলা,
মানুষের মন—যদিও ভরত জানি
গুণবান, চারিত্রে মহৎ, অগ্রজের
অতি প্রিয়কারী—শত্রুঘ্নও তাই—,
তবুও মানবচিত্ত ভালোমন্দে মেশা,
সংসারের প্রলোভন অমিতবিক্রম,
ঈর্ষা লোভে বাসনায় কল্যাণভ্রষ্টতা
মানুষের ইতিবৃত্তে অপ্রতুল নয়।
তাই মনে হয়, রাম-অভিষেকতরে

অধুনা প্রশস্ততম কাল।

মুনিগণ,

ভিক্ষা চাই মার্জ্জনা সবার। কিন্তু আর
দেরী অবিধেয়। কল্য অভিষেক তরে
সকলে উদ্যোগী হোন। যথাপ্রয়োজন
দূতগণ দ্রুত অশ্ব লয়ে নিমন্ত্রণ
করুক বহন দূরে দূরান্তরে, সামন্ত
রাজন্যবর্গ কাছে, প্রজাবর্গ মাঝে,
ব্রাহ্মণসেবিত তপোবনে। মনে জানি
একথা নিশ্চয়, নিখিল হৃদয়কান্ত যেবা,
তার অভিষেকে, সর্ব্বলোক আনন্দিত
মুখরিত হবে, সূর্য্যোদয়ে বনভূমি সম।
কোনো বাধা, অমঙ্গল, চিন্তনীয় নয়।
কোনো নিন্দা, অসূয়াকোপন কণ্ঠ,
তা-ও অসম্ভব। অভিষেক আয়োজনে তাই
সকলের সব চেষ্টা হউক উদ্যত।

বশিষ্ঠ— তাই হোক মহারাজ তবে।
অভিষেক আয়োজনে আমরা ব্যাপৃত হব
যথা নির্দ্দেশিত। আপনি আশ্বস্ত হোন।

[সকলের প্রস্থান]

[অযোধ্যার অধিবাসীগণের "কোরাস" প্রবেশ করিল।]

১ম কো— শ্রীরামের অভিষেক কাল প্রাতে হবে এই স্থির।
এর চেয়ে সুসংবাদ নাই আর অযোধ্যাবাসীর।

২য়— শুভ শঙ্খধ্বনি আর লাজবরিষণ
অযোধ্যার পথে পথে আনন্দের করিছে ঘোষণ।

৩য়— ধ্বজপতাকায় গৃহ হোল সুশোভিত,
পুষ্প ও পল্লবদলে প্রতিগৃহ মঙ্গলসজ্জিত।

৪র্থ— গৃহে গৃহে মাঙ্গলিক চিহ্নের আরতি,
গায়ক নর্তক দল চতুষ্পথে প্রতি।

৫ম— উজ্জ্বল বসন পরে' পুরবাসী সবে
শ্রীরামের জয়ধ্বনি করে উচ্চরবে।

৬ষ্ঠ- শ্রীরামের অভিষেক শুভকামনায়
পুরবাসিনীরা চলে মন্দিরে ত্বরায়।

১ম— উৎসবের ডাকে এই সহসা-আহুত
নগরী উদ্বেল হ'ল জোয়ারের মতো।

[দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— অযোধ্যার পুরবাসীগণ, লহ নমস্কার
আর অন্তরের প্রীতি। শ্রীরামের
অভিষেকধ্বনি নগরীতে তুলিয়াছে
উৎসবের কেতু। এ সংবাদে কৃতার্থ আমরা।

১ম কো— শ্রীরামেরে ভালোবাসি সবে, তাই তাঁর
অভিষেকে আনন্দিত মোরা। কিন্তু তবু
প্রশ্ন জাগে মনে মহারাজ, কেন এই
অকারণ ত্বরা ?

২য়— সময় সংক্ষিপ্ত তাই নিরূপকরণ
সসঙ্কোচ আমাদের বিপুল উল্লাস।

৩য়— হে রাজন, এত বড় অনুষ্ঠানে
দীর্ঘতর রবে না প্রস্তুতি ? এতে যেন
আনন্দের পক্ষচ্ছেদ হোল।

৪র্থ— আনন্দের আয়তন মহারাজ তার
দেশে কালে বহুচিত্তে ক্রমিক বিস্তারে,
প্রতীক্ষায়, কল্পনায়, সুদীর্ঘ স্বাগতে।
৫ম- গুণধাম রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীর
প্রাণসম প্রিয় মহারাজ। অভিষেক তাঁর
বহু-আকাঙ্ক্ষিত উৎসব মোদের।
কিন্তু তুমি আমাদের এ-আনন্দ হতে
বহুলাংশে করেছ বঞ্চিত নরনাথ
এই তব অতিত্বরা হেতু,—আমাদের
অভিযোগ এই।
দশরথ— হে আমার পুত্রসম প্রিয় প্রজাগণ,
দুঃখ রাখিও না মনে। অতি শঙ্কাকুল
চিত্তে আমি অভিষেক করেছি ত্বরিত,
অভিভূত নিদারুণ বিপদের ভয়ে।
কেহ নাহি জানে কোন্ ঘোর দুষ্কৃতির
করাল শক্রতা চিরদিন অনুসরে মোরে
ক্ষমাহীন নিয়তির সম। তার কৃষ্ণ ছায়া
মাঝে মাঝে পড়ে এসে প্রলম্বিত হয়ে
জীবনের বাটে—কৃষ্ণসর্প সম ভয়ঙ্কর;
কখনো বা আলোকিত উৎসব প্রাঙ্গণে
লুপ্ত করে দীপসজ্জা মোর চক্ষু হ'তে।
১ম কোঃ— হে রাজন, বুঝিতে নারিনু তব ভাষা,
দয়া করে হও স্পষ্টতর।
দশরথ— শোনো তবে।
সে আমার প্রথম যৌবন।

মৃগয়াব্যসনে ছিল আসক্তি নিবিড়,
মৃগয়াকুশলী আমি, অব্যর্থ-সন্ধান,
শব্দবেধী লক্ষ্য ছিল মোর। দূর হ'তে
শব্দ মাত্র শুনে হস্তি সিংহ মৃগ আদি
অনায়াসে করেছি মৃগয়া। একদিন
(হা দুর্দ্দৈব !) সন্ধ্যাকালে সরযূর জল
অন্ধকারে অবলুপ্ত হলে, গিয়েছিনু
মৃগয়াপ্রয়াসী, জলপান সমাকৃষ্ট
মৃগ ব্যাঘ্র বরাহ শিকারে, শব্দভেদী
অলক্ষ্য সন্ধানে।

দূরাগত শব্দ এল
—বগ বগ ধ্বনি—হস্তি পান করে জল
বিপুল উল্লাসে। নিমেষে ছাড়িনু বাণ
শব্দ লক্ষ্য করি'। তখনি সহসা হায়
তীব্র আর্ত্তনাদ, তীরবিদ্ধ হা হা ধ্বনি
উঠিল সেখানে এক মানব কণ্ঠের।
আর্ত্তস্বর কহিল ফুকারি, কে আমারে
করিল মৃগয়া ? বনবাসী তপস্বীরে
কে করিল শরাঘাত—কোনো অপকার
করিনি কাহারো জ্ঞানে! বল্কল অজিনধারী
ব্রহ্মচারী আমি, এসেছিনু জল নিতে,
কার অভিরুচি হোল মোর প্রাণ বধে!

কোরাস— হায় নরপতি!
একী ঘোর দুঃখ তুমি করিলে মৃগয়া!

দশরথ— এ করুণ বিলাপনে অভিভূত আমি,

কম্পান্বিত কলেবরে, দ্রুত ত্রস্ত পদে
আসিলাম সরযূর তীরে। দেখিলাম
জটাধারী তাপস তরুণ, শরবিদ্ধ
শোণিত-সংলিপ্ত দেহ, পড়ে আছে এক
ধূলিলিপ্ত জটাভার লয়ে—জলকুম্ভ
পার্শ্বে তাঁর। মর্ম্মভেদী তীব্র দৃষ্টিপাতে
কহিল সে মোর পানে চেয়ে, হে রাজন্,
এক শরাঘাতে তুমি মোরে আর মোর অন্ধ
বৃদ্ধ পিতামাতাদ্বয়ে করেছ নিপাত।
পিপাসার্ত্ত মোর লাগি প্রতীক্ষিছে তাঁরা
অধীর আগ্রহে। শীঘ্র যাও এ-সংবাদ
প্রাণঘাতী করাও শ্রবণ তাঁহাদের।
পিতারে প্রসন্ন কোরো, অভিশাপে ঘোর
দগ্ধ যেন না করেন তোমা। এই বলে'
সে মুনিকুমার যন্ত্রণায় বিদ্ধ প্রাণ
করিলেন ত্যাগ।

কোরাস— হায় নরনাথ!
আমরা বেদনাস্তব্ধ, ভাষা নাই কোনও।

দশরথ— সেই মুনিকুমারের জলকুম্ভখানি
পূর্ণ করি' তার পর অতি ধীর পদে
অপরাধী গেনু তাঁর মাতাপিতৃ পাশে।
দেখিলাম সেই বৃদ্ধ অনেত্র দম্পতি
বসে আছে অসহায় ছিন্নপক্ষ
বিহঙ্গম সম। মোর পদশব্দ শুনে
সুধালেন বৃদ্ধ মুনিবর, পুত্র, এত

বিলম্ব কী হেতু? শীঘ্র এসে জল দাও।
অগতি অনেত্র মোরা, তুমি গতি চক্ষু
আমাদের, জীবনের তুমি আলম্বন।
কেন পুত্র মৌন তুমি, কথা নাহি বলো?—
রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলাম আমি: তপোধন,
আমি দশরথ, ক্ষত্রিয়কুলের নৃপ,
পুত্র নহি তব, একান্ত গর্হিতকর্ম্মকারী,
অভিভূত অনুশোচনায়। ক্ষমিয়ো না,
শাস্তি দাও মোরে।
পুত্রের মৃত্যুর সেই
প্রাণঘাতী শেল সহসা চেতনহারা
করিল উভয়ে। জ্ঞান ফিরে পেলে পুনঃ,
অনেক বিলাপ শেষে, সে-অন্ধদম্পতি
তনুত্যাগ করিলেন স্থির পুত্রের চিতায়।
কহিলেন মুনি: হে নৃপতি, পুত্রহন্তা,
প্রাণহন্তা তুমি আমাদের। যদিও
অজ্ঞানকৃত অপরাধ তব, তবু ক্ষম্য নয়।
দিনু অভিশাপ তাই, আমাদেরই মতো
পুত্রশোকে মৃত্যু হবে তব। বাক্যহীন
রহিনু দাঁড়ায়ে আমি অবনত শিরে।
হে অযোধ্যাবাসীগণ! এই অভিশাপ
দিন মোর রাত্রি মোর করিল দুঃসহ,
ভয়-কণ্টকিত মোর কর্ম্ম নর্ম্ম চিন্তা
স্বপ্নজাল। তাই আমি করেছি সুস্থির,
কাল শুভপ্রাতে প্রাণাধিক শ্রীরামেরে

অভিষেক দিয়ে, বানপ্রস্থ আশ্রমের
লইব শরণ। দুঃখভীরু মন মোর,
সংসারের আয়তনে, সন্তাপসন্ত্রস্ত সদা
কণ্টক শয়নে। এর প্রান্ত হতে দূরে,
বৈরাগ্যসেবিত বনলোকে, আত্মবিদ্যা-
অনুশীলনের মাঝে, দুঃখের প্রহার,
অতিক্রম্য নাও যদি হয়, দুর্বিবষহ
হবে না নিশ্চয় এই আশা মোর।

কোরাস— মহারাজ, দীর্ঘদিন আতঙ্কে অভ্যস্ত
তব মন আজ কেন এতাদৃশ
সহসা ব্যাকুল হোল, সদ্য বিপদের
পদশব্দশ্রবণবিবশ ?

দশরথ— কালি রাতে দেখেছি দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা,—
সেই পুত্রশোকাতুর অন্ধ মুনিবর
আরবার দিতেছেন অভিশাপ মোরে :
পুত্রশোকে দশরথ মৃত্যু হবে তোর!
চিত্ত মোর বিবশ ব্যাকুল হোল তাই
প্রিয় প্রজাগণ। সংসারে অনিত্য সব,
দুঃখ নিত্য শুধু। প্রাণাধিক প্রিয় রামে
হারালে জীবন যাবে সুনিশ্চিত জানি।
তাই তারে যৌবরাজ্য দিয়ে, যাবো চলে
বানপ্রস্থে, দুঃখভয়ভীরুজীব আমি।

১ম কোঃ— বুঝিলাম, হে রাজন, তোমার বিপন্ন প্রাণ
খুঁজিতেছে পরিত্রাণ কোন সমুদ্যত
মহাভয় হতে। আমরা একান্ত মনে

করিব প্রার্থনা নরনাথ, সমুত্তীর্ণ
হও তুমি সব দুঃখজাল, অভিষেক
উৎসবের প্রসন্ন আলোকে।

দশরথ— তোমাদের শুভচিন্তা আমার দুর্লভ
বিত্ত প্রিয় প্রজাগণ। আসি তবে।

[দশরথের প্রস্থান]

কোরাস— জীবনের মর্ম্মবাসী ভয়
মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের মতো
লম্বা সরু অন্ধ কালো
সামুদ্রিক লালাসিক্ত পায়ে
আঁকড়িয়ে ধরে যেন দিন রাত্রি মোর,
বীভৎস আতঙ্কে কাঁপে সমস্ত চেতনা।
সে-ভয় অলক্ষ্য থেকে কখনো সহসা
ধারালোনখরচঞ্চু বাজের মতন
নেমে আসে প্রাণে মোর সুতীব্র প্রঘাতে,
তারপর শাণিত চঞ্চুতে
দীর্ণ করে স্নায়ুপেশী, হৃদয়েরে কুরে কুরে খায়
নিষ্ঠুর ক্ষুধায়।
আবার নিরুদ্ধশ্বাস চেয়ে দেখি নীচে
অন্তহীন অন্ধকার খাদ,
আমি আছি না থাকারি মতো
পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ জিহ্বায়
পদাশ্রয়মাত্রসার।
প্রত্যাসন্ন সর্ব্বনাশ প্রলয়গর্জ্জনে

নেমে আসে ভেঙ্গেপড়া শিখরের মতো।
সময় বিদ্রূপ করে ভয়ের মুখোশে,
ভুত আর ভবিষ্যের সাদা কালো রঙে তার ভয়ের রচনা।

দুঃখেরে চিনেছে কেউ, কোথা তার বাসা?
কেন সে সহস্রপাকে জীবনেরে রয়েছে জড়ায়ে?
অশনে বসনে আর শয়নে ব্যসনে
সে আছে অদৃশ্যচারী পুষ্পশায়ী কীট।
সহসা-উৎক্ষিপ্তজিহ্ব কালসর্পরূপে
দেখি তারে বার বার জীবনের ভয়ার্ত চীৎকারে।
বেদনা বিদ্যুৎবহ্নি-বিসর্প দহনে
বেঁধেছে সে জীবনেরে পাকে পাকে
নির্ম্মম বাঁধনে।

দুঃখেরে চিনেছে কেউ, কোথা তার মূল?
সে কি ছায়া? কার ছায়া,
কোন্ সে সত্যের?
সে কি মায়া? কার মায়া,
কোন্ অসত্যের?
সে কি এই জীবনের ভূমির ফসল?
এ প্রাণের মন্থন-উচ্ছ্রিত হলাহল!
রক্ত মাংস স্নায়ুমজ্জা পেশী-পরিধৃত
সে কি এই অস্তিত্বের সহিত অন্বিত
অতিক্রমহীন এক সর্ত অবিচল?
সময়ের শাসন সীমায়
দুঃখ কি রাজস্ব দেয় অশ্রুর মুদ্রায়?

১ম কোঃ— ঐ যে আসেন সাধু রাম রঘুমণি,
নয়ন-আনন্দকান্তি সংশয়মলিন।

[রামচন্দ্রের প্রবেশ]

রাম— যৌবরাজ্যে আমারই আপন অভিষেক
অনুষ্ঠেয় কাল প্রাতে, বার্তা শুনিলাম
আর্য্য সুমন্ত্রের কাছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি
পুরোহিতগণ দিলেন আশীষ শুভ
আমারে সীতারে, আর বিবিধ নির্দ্দেশ,
অদ্যকার দিবস রজনী, যেন দোঁহে
যথাশাস্ত্র নিয়মে সংযমে অতিবাহি মোরা,
কল্য প্রভাতের শুভ উৎসব আহ্বানে।
কেন এই উৎসবের অকারণ ত্বরা,
কেন এই ব্যস্ত আয়োজন, এ বিস্মিত
প্রশ্ন মোর পেল না উত্তর কারো কাছে।
এসেছি পিতার কাছে তাই। আজ্ঞা তাঁর
শিরোধার্য্য সদা, তবু কার্য্যকারণের
সূত্র খোঁজে মানুষের মন। পথে পথে
হেরিলাম উৎসবমুখর জনস্রোত,
হর্ম্ম্যশ্রেণী ধ্বজপতাকায় আলিম্পনে
বর্ণাঢ্য সজ্জিত, অযোধ্যা আনন্দমগ্ন
মোর অভিষেকে। কিন্তু তবু মোর মন
দ্বিধামুক্ত নয়। কিসের অদৃশ্য ছায়া
করিছে মলিন যেন উৎসবের
সব আয়োজন। ঐ যে আসেন পিতা—

[দশরথের প্রবেশ]

রাম— চরণ বন্দনা করি পিতা, ধন্য করো
আশীর্ব্বাদ দানে।

দশরথ— করি আশীর্ব্বাদ পুত্র,
সকলের প্রিয় তুমি, হও মতিমান
সকলের প্রিয়কারী রাজা, আয়ুষ্মান্,
সম্পূতচরিত।

রাম— পিতা, তুমি ক্ষমা কোরো
স্পর্দ্ধা অধীনের। তোমার সকল ইচ্ছা
দেবতার নির্ম্মাল্য আমার, শিরোধার্য্য সদা
কিন্তু পিতা, চিত্ত মোর তথাপি সপ্রশ্ন আজ,
কেন এই অতিত্বরা অভিষেক তরে,
আপনি রয়েছ যেথা স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল,
সবার আশ্রয়?

দশরথ— উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণধাম
রয়েছ প্রত্যক্ষবর্ত্তী, তবুও কি রাম,
দুঃখাবহ রাজকার্য্য হতে মুক্তিলাভ,
আকাঙ্ক্ষা অসমীচীন এ বৃদ্ধ বয়সে?

রাম— এত ত্বরা কেন পিতা? শুভযোগ আরো
হইত না অপ্রতুল। শত্রুঘ্ন ভরত,
প্রিয় দুই ভ্রাতা মোর, এ-উৎসবে
রহিবে সুদূরে, অনুষ্ঠানে অংশহীন,
এ-চিন্তা দুঃসহ পিতা। অনেকের কাছে
বিষদৃশ লাগে যদি এই অতিত্বরা,
কী দিবে উত্তর তার? পুত্রবিরহিণী

জননী কৈকেয়ী যদি ব্যথা পান মনে
পুত্রের অবজ্ঞা অনুমানি, এ-উৎসব
হবে না কি দীর্ঘশ্বাসে বিষাদমলিন ?
তাই পিতা অনুনয় মোর ক্ষান্ত হোক
এই অভিষেক। সুধীরে সুস্থিরে, ভ্রাতৃগণ-
আনন্দসঙ্গমে, আরবার শুভদিনে
কোরো আয়োজন।

দশরথ— পুত্র, তুমি অকারণে
হতেছ ব্যাকুল। ভরত মাতুলালয়ে
সুদূর কেকয়ে; অন্তর্বর্ত্তী দীর্ঘ পথ
অতিক্রমসাধ্য নয় দ্রুত। তাহাদের
উপস্থিতি যত প্রিয় হোক, প্রতীক্ষায়
রহিলে বসিয়া, এ-আশ্চর্য্য শুভযোগ,
ভাগ্যলব্ধ এ-মাহেন্দ্রক্ষণ, যেতো বয়ে
অপচিত ঐশ্বর্য্যের মতো। সকলের
প্রিয় তুমি আনন্দবর্দ্ধন। প্রজাগণ
সকলেই, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সবে,
তোমারি এ-অভিষেকে উল্লাস-অধীর।
ভরত অধিক তুমি প্রিয়তর জানি
তব মাতা কৈকেয়ীর কাছে। দ্বিধা পুত্র
রাখিও না মনে। সকলেই সমুৎসুক,
এ আনন্দ-অভিষেক সন্দর্শনে তব
চরিতার্থ হবে।

রাম— তবু পিতা চিত্ত মোর
সংশয়-উত্তীর্ণ নয়। বিষণ্ণ বিশাল

ছায়া মেলে' কী এক অদৃশ্য শঙ্কা
রয়েছে উদ্যত সেথা দিবসরজনী।

দশরথ— পুত্র মোর, কহিওনা আর। দুর্ভাগ্যের
ভীষণ ভয়াল কৃষ্ণপক্ষ নিশাচর পাখী
আমারও অন্তরমাঝে বাঁধিয়াছে বাসা,—
সে আমারই মৃত্যুদূত। তাই পুত্র,
এত সংব্যাকুল আমি, তোর এই অভিষেক
সন্দর্শন তরে। ঘটিবে যা ঘটনীয়
অনিবার্য্য ক্রমে, অদৃষ্টের লিপিপটধৃত,
সূচিমুখ মুক্তিপথ নাই, তবু তার
ছায়ার সঙ্কেতে বুঝেছি যা করণীয় মোর।
প্রাণপ্রিয় পুত্র মোর, তুলিও না
প্রতিবাদ কোনও। আমি তোর অন্ধ পিতা
চলিয়াছি অন্তরের অনুভবক্রমে,
লুপ্তদৃষ্টি স্পর্শমাত্র সার। বলো রাম
স্পর্শ করে' পিতারে তোমার, এই তব
যৌবরাজ্য অভিষেক লয়ে কোনও দ্বিধা
রাখিবে না মনে। আমারে অভয় দাও,
ভয়াকুল পিতা আমি তোর।

রাম— পিতা, তুমি শান্ত হও, নিরুদ্বিগ্ন মন।
ক্ষমা করো যা' বলেছি দুঃখদ কঠোর
বুদ্ধিহীন বলে'। তব পাদস্পর্শ করে'
কহিতেছি দেব, নির্দ্বন্দ্ব সানন্দ চিত্তে
অভিষেকে ব্রতী হবো আমি, সর্ব্ব দ্বিধা
পরিহার করে'। সবাকার স্নেহসিক্ত

হৃদয়ের পবিত্র আহ্বান শিরোধার্য্য মোর।
আশীর্ব্বাদ করো পিতা, রাখো তব হাত
মস্তকে আমার, যেন কোনো দুর্ব্বিপাকে,
কিম্বা দুঃখভয়ে, ধর্ম্ম হতে, সত্য হতে,
পরিভ্রষ্ট নাহি হই কভু। নিত্য যাহা
সম্পদে বিপদে, কল্যাণের সেই দিব্য ধন,
একমাত্র ইষ্ট হোক মোর ; তোমাদের
শুভ ইচ্ছা অক্ষয় পাথেয় হোক
জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।

দশরথ— ওঠ বৎস,
পুত্র মোর, এসো বক্ষে বীর। প্রাণ পেনু
তোমার আশ্বাসে। অহরহ আশীর্ব্বাদ মোর
ফিরিছে তোমার শুভ অনুধ্যানরত।
সকলেরই আশীর্ব্বাদ এই জনপদে
তোমাতরে ঊর্দ্ধমুখে উঠিছে নিয়ত
মঙ্গল-উন্মুখ। একাধারে হও তুমি
শ্রেষ্ঠ নর, শ্রেষ্ঠ নরপতি। তোমা মাঝে
মানব মহিমা চরিতার্থতার বাণী
লভুক সংসারে গুণধাম।
এইবার
যাও পুত্র, অভিষেক পূর্ব্বাহের যাহা
যথাবিধি পালনীয় নিয়ম-সংযম,
করো নিষ্ঠ আচরণ আগামী প্রাতের
শুভ অনুষ্ঠান তরে।

রাম— যাই মহারাজ।

[উভয়ের প্রস্থান]

কোরাস— কতই সহজ সুখ।
অন্তরীক্ষে আয়োজন তার
অলক্ষিতে ভরে ওঠে, অনায়াসে পরিপূর্ণ হয়,—
বৈশাখের খর অগ্নিবাণ
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা আষাঢ়ের তৃষ্ণা অভিষেক
যেমন অলক্ষ্য পথে আনে অগোচরে।
কতোই সহজ সুখ!
পল্লবিত ফুল্ল দেহ খানি
প্রকৃতির নেপথ্য লালনে
সুরে বাঁধা সেতারের মতো সাধা হয় অলক্ষিত হাতে,—
প্রকৃতি প্রসিদ্ধ গুণা, নির্ভুল আঙ্গুলে
সৃষ্টি করে অপরূপ সুর ইন্দ্রজাল
নবীনার তনুর তন্ত্রীতে।

কতই সহজ সুখ।
কিন্তু তবু সুখ তো কঠিন?
মানুষের সুখ সেতো হাতেপাওয়া সবখানা নয়,
কিছু তার সৃষ্টি করে সেও
আপন অনিন্দ্র সাধনায়।
ত্যাগে বীর্য্যে তপস্যায় চিত্ত তার দুরূহেরে করে আবাহন,
নিজেরে কেবলি বাঁধে কঠিন বন্ধনে।
সহজে তাহার রুচি নাই,
আপনারে চিনিবে সে ধনুর্ভঙ্গ পণের বাজিতে।
মানুষের সুখ তাই শাণিত কঠিন,—
যেখানে সে সত্যই মানুষ

সেখানে সে সুখ-মুগ্ধ নয়,
সুখের অনেক বড়, খোঁজে নিজ সত্য পরিচয়।

[পূজার উপকরণ সহ কৌশল্যার প্রবেশ]

কৌশল্যা— কমলাক্ষ শ্রীরামের অভিষেকধ্বনি
সহসা ঘোষিত হবে, এ-সৌভাগ্য ছিল মম
স্বপ্নঅগোচর। অদৃষ্টের দুঃখরাশি
ক্ষীণ বুঝি হোল এত দিনে। রামচন্দ্র
পিতৃপ্রিয় পুণ্যবান সর্ব্বগুণাধার,—
তবু মোর পাপকর্ম্মফলে শঙ্কা ছিল,
শ্রেয় যাহা, সর্ব্বলোক-আকাঙ্ক্ষিত যাহা,
তাও বুঝি দৈবদোষে ব্যর্থ বন্ধ্য হয়।
দুঃখের তপস্যা মোর দীর্ঘ রাত্রি শেষে
হয়তো আনিল ফলোদয়, সুমঙ্গল
বিমল প্রভাত। চিত্ত মোর উদ্বেলিত
সকৃতজ্ঞ হর্ষ স্নেহ বেগে, অশ্রুবাষ্পে
দৃষ্টি রোধ হয়। মন্দিরে চলেছি পূজা দিতে।
দেবতার এ-পরম বর লাভক্ষণে—
অশ্রুধৌত ভক্তিখানি নম্র নিবেদনে
দিব উপহার, আর করিব প্রার্থনা
শ্রীরামের অনন্ত কল্যাণ।

[দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— শ্রীরাম জননী!
চলেছ কি দেবতা মন্দিরে? সন্দীপিত
উদ্ভাসিত আনন তোমার কহিতেছে,

জানো তুমি অভিষেক সুখ সমাচার।

কৌশল্যা— তুমি তো আপনি বহি' এ-সুখসন্দেশ
দাও নাই মোরে নরনাথ, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা
অগ্রমহিষীর সম্প্রাপ্য সম্মান। দাসী মুখে
করেছি সংগ্রহ আমি, সুখভাগ্যহীনা,
একান্তবর্ত্তিনী। তবু আজি শুভদিনে
দূষিব না তোমা। শ্রীরামেরে যৌবরাজ্যদানে
ধন্য তুমি করেছ আমায়, অপর্য্যাপ্ত
সৌভাগ্যের করেছ ভাগিনী, চরিতার্থ
করিয়াছ মহৎ সম্মানে। আর মোর
কোনও দুঃখ নাই।

দশরথ— শ্রীরামজননী, আর্য্যে, করিওনা
বৃথা অভিমান। সর্ব্ব-অগ্রে প্রাপ্য তব
এ-শুভ সন্দেশ, তথা আমার সমীপে,
তাই দেবী চলেছিনু তব নিকেতনে।
আজ মোর বড় শুভদিন। অযোধ্যার
সকলের আনন্দের দিন। সর্ব্বজন
হৃদয়রঞ্জন রাম কাল প্রাতে সিংহাসনে
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে, আমারই
আপন হাতে শিরে তার পরিবে মুকুট,
পুণ্য বেদমন্ত্রধ্বনি সহ, সমাগত
অতিথি-রাজন্যবর্গ মাঝে। তারপর
মুক্তপক্ষ এই বিহঙ্গম, বয়োজীর্ণ
তথাপি নির্ভয়, রচিবে আপন নীড়
শান্ত তপোবনে। আর নহে সংসারের

উদ্বেগ-আলিপ্ত বিম্বফল। যাবে তুমি
রামমাতা, সেই শুদ্ধ তপোবন বাসে ?

কৌশল্যা— অবান্তর এই প্রশ্ন প্রভু। স্বামী যেথা
বানপ্রস্থপথী, ধর্ম্মপত্নী বিনা প্রশ্নে
সেথায় সঙ্গিনী। কিন্তু তব প্রিয়তমা
মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী কি এ-প্রস্তাবে
হবে সমুৎসুক ? চিরসুখলালিতা সে !

দশরথ— কৈকেয়ীরে কোরোনা অসূয়া সহৃদয়ে !
সুখলুব্ধ নহে তারে জানি, যদিও সে
সুখাভ্যস্ত সত্য চিরদিন। আমার
প্রীতির তরে আত্মসুখ অনায়াসে
ত্যজিবে সে উপভুক্ত ভোজ্যস্তুপ সম।

কৌশল্যা— আমিও তাহাই মনে মানি। কিন্তু তবু
শ্রীরামেরে দূরবর্ত্তী রেখে সুকঠিন
হবে না কি অরণ্যনিবেশ ? মুহূর্তের
অদর্শনে চিরদিন ব্যাকুলিত তুমি।

দশরথ- সত্য সুকঠিন হবে। তবু হৃদয়েরে
বৈরাগ্যের মন্ত্রদীক্ষা দিতে হবে রাণী।
সর্ব্বশাস্ত্র নিরন্তর কহিতেছে এই
নিত্যবাণী, জয় করো সকল মমতা,
সর্ব্বচিত্ত করো আহরণ, সংসারের
সর্ব্ব দেশ হতে, আপন অন্তরলোকে,—
আত্মজ্ঞান উপলাভে এই এক পথ।
তবু আজ অভিষেক আয়োজন মাঝে,
শ্রীরামের শৈশবের নানা মধুস্মৃতি

বারে বারে ভিড় করে মনে। মনে পড়ে
কৌশল্যা তোমার সেই সেদিনের কথা,—
প্রতিদিন, রাজকার্য্য শেষে, অন্তঃপুরে
এসেছি যখনি, ইন্দীবরকান্তি শিশুরাম
ঝাঁপায়ে পড়েছে বুকে দাসীক্রোড় হতে?
সে-শিশু বালক হোল, কাকপক্ষধর
শোভন সুন্দর মুখ, সর্ব্ব বিদ্যা গুণ
স্বয়ংবৃত করিল আশ্রয় তারে সুখে,
ঈশ্বরের অপ্রমেয় ঐশ্বর্য্যের মতো।

কৌশল্যা— তারপর একদিন রজনী প্রভাতে,
মহাতপা বিশ্বামিত্র গম্ভীর আহ্বানে
কহিলেন, দিতে হবে কিশোর রামেরে
রাক্ষস নিধন কার্য্যে, মনে পড়ে দেব?
সেদিনের আপনার সেই মুখচ্ছবি,
ভয়ার্ত্ত করুণ নিরুপায়, আঁকা আছে
চিত্তপটে উজ্জ্বল লিখনে।

দশরথ মনে আছে।
সব যেন সেদিনের কথা। বিশ্বামিত্র
লয়ে গেল শ্রীরামেরে লক্ষ্মণ সহিত,
সুকুমার কিশোর কুমারে ভয়ঙ্কর
ক্রূরকর্ম্ম সাধন-উদ্দেশে। সত্তা মোর
চলিল পশ্চাতে কল্পনায়, আতঙ্কিত
দেহমাত্রসার কাটাইনু দিন গণি' গণি',
অহর্নিশি কণ্টকশয্যায়। তারপরে,
অকূলে পরম কূল, যে দিন সহসা

দূত এল মিথিলেশ শ্লাঘ্য জনকের,
রামধনুর্ভঙ্গ আর সীতাসহ বিবাহের
শুভবার্ত্তা আমন্ত্রণ লয়ে, সে দিনের
সেই সুখোচ্ছ্বাস আজিও হৃদয়ে আনে
রোমাঞ্চ হরষ। বিবাহের অনন্তর,
শ্রীরাম বৈদেহীসহ, পুনঃ অযোধ্যায়
মহামহোল্লাসে প্রত্যায়ন,—আনন্দের
সেই দিনগুলি কল্পনেত্রে ভেসে চলে
স্বর্ণিম নৌকার শ্রেণী! শ্রীরামজননী,
পুত্র তব সত্য দেবী মোর প্রাণাধিক।
নাহি জানে, কেহ নাহি জানে, কী আনন্দ
এ-হৃদয়ে তার অভিষেকে, কী উৎকণ্ঠা
সুমঙ্গল সুনির্ব্বাহ লাগি। কিন্তু আর
পথিমধ্যে বাধিব না তোমা। যাও দেবী
পূজাগৃহে। আমি যাই, শুভবার্ত্তাবহ,
রাজ্ঞীদের মন্দিরে মন্দিরে।

কৌশল্যা— কৈকেয়ীরে দিও মোর ভগিনীর স্নেহ।

[উভয়ের বিভিন্নদিকে প্রস্থান]

কোরাস— আমার শুধুই গ্রহন, শুধুই স্বীকার।
জরা মৃত্যু এবং দুঃখ,
সময়ের হাঁকিয়ে-চলা রথের চাবুক,
সুন্দর এবং কুৎসীত, তিক্ত এবং মধুর,
আনন্দ এবং বেদনা,
আমার সবই গ্রহন সবই স্বীকার।

আমার সাধনা গ্রহনের আর স্বীকারের।
অভিযোগ নয়, বিচার নয়,
বেশী বোঝার দম্ভ নয়, অল্প বোঝার জেদ নয়,
শুধুই গ্রহন আর স্বীকার।
না-বোঝার মুগ্ধতায় ডুবে যাক্ আমার চোখ,
প্রাণ থাক আমার ভরে।

সময়কে স্বীকার করেই তো পাবো সময়াতীতকে,
কুৎসীতকে স্বীকার করেই সুন্দরকে,
মৃত্যুকে স্বীকার করেই জীবনকে,
জরাকে স্বীকার করেই যৌবনকে।
অর্থ হয়তো আছে, কিন্তু পাবে না তা
বুদ্ধি বিচারের রাস্তায়।
দেখছো না, এক দিকে যেটা প্রহসন
অপর দিকে সেটাই স্বর্গীয়!
এক দিকে যেটা শোকাবহ, অন্য দিকে
তাই আবার বিশ্রী ঠাট্টার মতো!
সব আছে জড়িয়ে সাদা-কালোয়, আলো-আঁধারে।
ইচ্ছা মতো নক্শা তুমি রচনা করতে পারো,
কিন্তু হবে না সত্য অর্থ সেটা,
অনেকটাই যে পড়বে বাদ, অনেকটাই হবে ভুল
তাই আমার সাধনা হোক, গ্রহন আর স্বীকার।
নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে, বিনা প্রশ্নে,
অকুণ্ঠ উৎসাহে, প্রাণের আনন্দে,
শুধুই গ্রহন আর স্বীকার।

[কৈকেয়ীর প্রবেশ]

কৈকেয়ী— তাই এই অবসরসৃষ্টির কৌশল!
ভরতের উপস্থিতি বিঘ্নসৃষ্টি করে পাছে,
রাজ্যে তারও তুল্য দাবী আছে, এই
রূঢ় তথ্য অপ্রিয় সত্যের আন্দোলনে,
তাই অতি সন্তর্পণে, মনোরম মিথ্যাজাল,—
কেকয়ের প্রকৃতির শোভা, আর মাতামহ
মাতুলের সস্নেহ আহ্বান প্রভৃতির—
মিথ্যা স্তোক রচনা কৌশলে, তারে রাখা
অপসৃত দূরবর্ত্তী অস্তসিন্ধু তীরে,
নিরাপদ নিভৃত কেকয়ে। শত্রুঘ্নও
সঙ্গে যাক, সন্দেহের না রবে কারণ,
ভরতই যে লক্ষ্যস্থল এই কূট রাজনীতি-
প্রয়োগবিত্থার, কোনো মূর্খ বুঝিবে না তাহা!
কী ভীষণ ছলনা চাতুরি! কী কপট
অভিসন্ধিগূঢ় প্রণয়ের অভিনয়কলা!—
কৈকেয়ী তুমিই মোর জীবন-অধিক,
জীবিতের আলম্বন, প্রাণাধিকা, প্রাণ-
স্বরূপিণী, প্রেয়সী শ্রেয়সী সর্ব্বময়ী!
ছলনা, কেবলই ছলনা শুধু, শূন্যগর্ভ
বাক্যচ্ছটা স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণতার!
বুঝি নাই, জানি নাই আমি, বুদ্ধিহীনা,
সরল বিশ্বাসে। এত ধূর্ত্ত, এত শঠ!
বেশ, আমিও শিখিনু পাঠ। একই বিদ্যা
প্রয়োগ কৌশলে, ছলনার দ্যূতক্রীড়া-

নিপুণ শীলনে, তোমারে দেখাবো আমি
রমণীরে যতো মূর্খ ভাবো সে তা নয়।
মন্থরাই সত্য বুদ্ধিমতী। অতি স্বচ্ছ
নগ্ন সত্য দেখেছে সে নির্ম্মোহ দৃষ্টিতে,—
এই অতিব্যগ্র, সন্তর্পিত, যৌবরাজ্য
অভিষেক-ত্বরা, একমাত্র তাৎপর্য্য
করিছে বহন,—কৌশল্যার অভ্যুন্নতি,
অবনতি আমার ভাগ্যের।

রাম যদি
রাজ্য পায় অর্থ তার শাণিত প্রাঞ্জল।
প্রজাবর্গ, আত্ম-পরিজন, সকলেই
কৌশল্যার মুখাপেক্ষী অনুগত রবে
আর কারো নয়। তাঁরই করুণার বিন্দু
ভিক্ষা করে' ফিরিবে সকলে, উর্দ্ধমুখ
চাতকের মতো। আর, বৃদ্ধরাজা আপনি স্বয়ং,
ভ্রষ্টবুদ্ধি, হৃতবল, বিচ্যুতক্ষমতা,
হাস্যমুখে শ্রীরামের জননীর গৃহে
নিয়ত আসীন রবে গৃহদেব সম,
কৌশল্যার মনোরঞ্জনপ্রয়াসী। ধিক্,
ধিক্ মোর ক্ষমাহীন অন্ধ মূঢ়তারে,
ধিক্ মোর অহঙ্কৃত আত্মমুগ্ধতায়!
আপন সৌভাগ্যগর্ব্বে কোনো সপত্নীরে
কখনো করিনি মান্য, ভাবি নাই কভু
দুর্দ্দিনের আশঙ্কার কথা। আজি সেই
অবজ্ঞার দীর্ঘ উপবাসশেষে পারণের

অবসর আসিবে তাদের,—রাজমাতা
কৌশল্যার প্রতিরোধহীন, ঈর্ষাদগ্ধ
প্রতিশোধস্পৃহা।
ধিক্ মোরে শত লক্ষবার!
আজ যদি কৌশল্যার কৃপাপ্রার্থী হয়ে,
ভয়ে ভয়ে সাবধানে অন্নপান খুঁটে,
উঞ্ছবৃত্ত জীবনের করি আরাধনা,—
তার চেয়ে তুষানলে মৃত্যু শ্রেয়তর!
হে নৃপতি, কৌশল্যার আনন্দসারথি,
ভেবেছ কি আমারেই সহজ বঞ্চনা!
পুত্রে মোর রাজ্যশ্রীর অধিকার হতে
চিরদিন রাখিবে বঞ্চিত, তারি লাগি'
সুগভীর চক্রান্তের করেছ যোজনা
কৌশল্যার সাথে। তারপর আমারেও
অন্ধকারে অবজ্ঞায় অবহেলাভরে
দিবে ঠেলে আবর্জ্জিত ধুলাভরা কোণে,—
কিম্বা তব জ্যেষ্ঠা মহিষীর নতনেত্রা
সেবিকার, তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর,
সম্মানিত শ্রেণী মাঝে দানিবে আসন!
আমিও কহিনু তোমা,—সকল কৌশল,
সব আয়োজন তব, এক ফুৎকারের বলে
নিঃশেষে করিব ধুলিসাৎ। এক লহমায়
আলোকিত রঙ্গশালা মজাবো আঁধারে,
সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী তব, বাণিজ্যের
লুব্ধ নিদর্শন, ঘাটমুখে ডোবাবো অতলে।

এ-ক্ষমতা, এ-আয়ুধ আছে কৈকেয়ীর।
ঐ আসে মহারাজ!
হৃদয় প্রস্তুত হও, কঠিন সংগ্রাম,
জীবন মৃত্যুর তীব্র তীক্ষ্ণ বোঝাপড়া,
এখনি আরম্ভ হবে অস্ত্রঝঞ্ঝনায়।

[কৈকেয়ীর ভূমিতলে শয়ন]

[দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— প্রিয়তমা ভরতজননী শুনেছিনু
এসেছেন হেথা, কিন্তু তাঁরে না হেরি এখানে
কী কারণ?··· [কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইয়া]
একী! এইতো প্রেয়সী মোর!
ভূমিতলবিলুণ্ঠিতা বিচ্ছিন্ন-আশ্রয়
ব্রততীর সম, আলুলিতকেশ, শোক-
সমুচ্ছ্বাসক্ষুব্ধ কম্প্র দেহলতা
আন্দোলিত নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে!
[পার্শ্বে বসিয়া] প্রিয়তমে! প্রাণস্বরূপিণী, জীবনবল্লভে,
কেন এই অনভ্যস্ত ভূমিতলগ্রাহ,
ধূলিশয্যা-আলিঙ্গন একান্ত দুঃখদ?
অয়ি ক্রুদ্ধে, কেন রোষ, কার প্রতি রোষ?
কেহ কি দিয়েছে পীড়া? কোনো হীনমতি
করেছে কি অপমান তোমা? বলো প্রিয়ে
তোমার অপ্রিয়কারী কে সে? বলো কারে
শাস্তি দিতে হবে, কঠিন নিগ্রহ ঘোর?
কিম্বা বলো পুরস্কার দিতে হবে কারে?

কার হবো প্রিয়কারী ? কোরো না রোদন।
দেহকে দিয়ো না পীড়া, করিও না ক্ষীণ।
ওঠো, বলো প্রাণদণ্ড দিতে হবে কারে ?
হোক্ সে অবধ্য তবু বলো নাম তার।
বলো কারে মুক্তি দিতে হবে—বধযোগ্য
অপরাধী সে কি ? বলো, কোন্ নির্ধনেরে
ধনশালী করি, কিম্বা কোন্ ধনাঢ্যেরে
করিব নির্ধন ? চিরপ্রেমমুগ্ধ মোরে
কেন প্রিয়ে ক্লেশ দাও আর ?

কৈকেয়ী— ভ্রান্ত তুমি
মহারাজ ! তিরস্কার কিম্বা অপমান-
দুঃখ মোরে কেহ দেয় নাই। আছে মনে
একটি বাসনা ভীরু একান্ত গোপনে।
যদি প্রতিশ্রুতি পাই, ইচ্ছা পূর্ণ হবে,
পারি বলিবারে তোমা, অন্যথায় নহে।

দশরথ (কৈকেয়ীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া)—
প্রিয়ে, জানো নাকি ত্রিভুবনে প্রিয়তর
তোমা হতে কেহ নাই মোর—শুধু এক
রামচন্দ্র ছাড়া ? সেই মোর প্রাণদীপ,
আত্মার আশ্রয়, শ্রীরামের নিলাম শপথ।

(আত্মগত)—সহসা কি ভূমিকম্প হোল! মেদিনী কি
ত্রাসবিশঙ্কিতা ? কাঁপে যেন হৃৎপিণ্ড তার
মুহুর্মুহু বিপদের ভয়ে ? কিম্বা বুঝি
কাঁপিল আমারই ! দিবালোক ম্লান মনে হয়
কিম্বা সবই মতিভ্রম মোর ? মতিভ্রম ?

তাই হবে বুঝি।—প্রিয়তমে, শোনো পুনঃ।
প্রাণাধিক শ্রীরামের নিলাম শপথ,
বলো যাহা ইষ্ট তব করিব সাধন।

কৈকেয়ী (উঠিয়া বসিয়া)—তোমার শপথ বাক্য, প্রতিশ্রুতি দান,
ইন্দ্র আদি দেবগণ অন্তরীক্ষে বসি
করুন শ্রবণ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
দিন রাত্রি দশ দিক, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস,
নিশাচর প্রাণীময় পৃথিবী জগৎ,
গৃহাশ্রিত গৃহদেব, ভূত সমুদায়
সকলে তোমার বাক্য করুন শ্রবণ।
সত্যসন্ধ, মহাতেজা, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যধী,
শুদ্ধচেতা মহারাজ দিতেছেন বর
দেবগণ সাক্ষী হোন তার!

দশরথ— প্রিয়তমে,
কেন এই অবিশ্বাস! প্রতিবদ্ধবাক্
দশরথ কখনো কি স্খলিতসত্যের
অনাচারে হয়েছে দূষিত?

কৈকেয়ী— হয় নাই—
তবু ভয়, মোর কর্ম্মদোষে তাই হ'ন যদি।
মহারাজ! মনে পড়ে দেবাসুর
যুদ্ধের কাহিনী? দৈবীপক্ষে তুমি ছিলে
দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়। দুষ্প্রধর্ষ
দৈত্যরাজ তিমিধ্বজ সনে ভয়ঙ্কর
যুদ্ধশেষে অচৈতন্য মৃতপ্রায় হয়ে
পড়েছিলে রণক্ষেত্রে তুমি লোকনাথ।

মনে পড়ে, সেই- কালে সুনিশ্চিত
মৃত্যুমুখ হতে তোমারে ফিরায়েছিনু
আপন সাহস আর দীর্ঘ শুশ্রূষায় ?
সে-কারণে প্রতিশ্রুত তুমি, দুই বর দানে,
মনে আছে ? প্রয়োজনে লবো যাচি
বলেছিনু আমি। আজি সেই প্রার্থনার
লগ্ন আসিয়াছে, যাচি সেই অঙ্গীকৃত বর।
মহারাজ ! যদি তুমি হও পরাঙ্মুখ,
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন সেই অপমানে।

দশরথ— প্রাণাধিকে, মনে আছে সব পূর্ব্বাপর।
কিন্তু তুমি অকারণে কেন ক্লেশ দাও ?
প্রতিশ্রুত বরদানে পরাঙ্মুখ হবো
এ-সন্দেহ অপমান মোরে। কখনো কি
তোমার ইচ্ছারে আমি করেছি লঙ্ঘন ?
আজি কেন সত্যভ্রষ্ট হয়ে সেই দোষে
হবো অপরাধী ? আজ মোর শ্রেষ্ঠ শুভদিন।
তারই কথা এসেছি বলিতে। আজ তুমি
অনায়াসে আরো এক বর, প্রিয়তমে,
নিতে পারো বরনিয়া, হবো আমি সুখী।

কৈকেয়ী— প্রয়োজন নাই তার। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত
দুই বর আরাধনা মোর। তা'ই চাই।

দশরথ— তাই হোক। ব্যক্ত করো অভিলাষ তব।

কৈকেয়ী— শোনো তবে এই দুই প্রার্থনা রাজন :
সদ্য আয়োজিত এই রামঅভিষেক
ভরতের অভিষেকে হোক পরিণত,

এই মোর মুখ্য নিবেদন। অন্য বর,
শ্রীরামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস,
দণ্ডক অরণ্য দেশে জটাচীরধারী।
পূর্ণ করো প্রতিশ্রুতি মহারাজ তব!

দশরথ— এ কি স্বপ্ন! নিদ্রিত কি আমি! কিম্বা ভ্রম,
মতিভ্রম মোর! এ নিশ্চয় পরিহাস।
মূর্খ আমি বুঝিনি ছলনা। প্রিয়তমে,
ভীরু আমি কোরোনা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কৈকেয়ী— বরদানে অঙ্গীকৃত তুমি। প্রার্থনারে
পরিহাস বলে' করিওনা উপহাস দেব।
ভরতের যৌবরাজ্য, রাম-বনবাস,
সত্য এই প্রার্থনা আমার।

দশরথ— সত্য এই প্রার্থনা তোমার!…
ভরতের যৌবরাজ্য রাম বনবাস!…
পাপীয়সী! লজ্জাহীনা! কী কহিলি তুই!
ঘৃণিত এ-উচ্চারণে কণ্ঠ রুদ্ধ
না হইল তোর! এর পূর্ব্বে তব শিরে
মৃত্যু কেন হানিল না বাজ! হায় আমি
মাল্যভ্রমে কাল সর্প ধরেছি গলায়!

কৈকেয়ী— মহারাজ! আপনারে সত্যনিষ্ঠ,
দৃঢ়ব্রত বলো তুমি সদা, সে কি শুধু
পরিস্ফীত আত্মশ্লাঘা ঘোষণার তরে?
কেন তবে প্রতিশ্রুত বর যাচনায়
যাচিকারে তিরস্কারে করো অভ্যর্থনা?

দশরথ— কৈকেয়ী, প্রসন্ন হও। এই তব পায়ে

জীবনের সব ভুল ফিরে ফিরে আসে
মাশুলের পরোয়ানা হয়ে,
অনেক অলঙ্ঘ্য সর্ব্বনাশে।
এ জীবনে জেনো
ভুলের মার্জ্জনা নাই কোনো।
যে-ভুল আনন্দে মেশা,
মর্ম্মে বিজড়িতমূল মোহনীয় নেশা,
তারো মূল্য দুঃখে শোধনীয়,
অশ্রুর মহার্ঘ্য শুল্কে অনুশোচনীয়।
সব হাসি কান্না হয়ে ফিরে,
আনন্দ বিদ্রূপ হয়ে ঘিরে,
স্থির আশা হতাশা তিমিরে
রূপান্তর নেয়,
সব জন্ম মৃত্যু হয়ে শেষ দেখা দেয়।

মানুষের আশ্রয় কোথায়?
সে কি তার অতীতে, কি ভবিষ্যতে,
কিম্বা বর্ত্তমানে?
সে কি তার কর্ম্মে নর্ম্মে কিম্বা মর্ম্মে,
আছে কোন্‌খানে?
দুঃখ তার অলঙ্ঘ্য নিয়তি,
কিন্তু কেন, তার কোনও দিশা
দেয় না তো মানব মনীষা?
এক কৃষ্ণ অভিশপ্ত ঝড়
দিনে দিনে অন্তরীক্ষে
পরিস্ফীত হয়,

বিধাতার সংক্রুদ্ধ তনয়।
তারপর নির্ম্মম বিধানে
উৎসবের ভগ্নস্তূপে অট্টহাস্য হানে।
কাল পূর্ণ হলে, সর্ব্বত্রাস,
অনিবার্য্য তাহার প্রকাশ।
কাল এক অন্ধ প্রতিশ্রুতি,
সুখের অপর পৃষ্ঠে
দুঃখের নিশ্ছিদ্র আয়োজন,
ক্ষমাহীন অমোঘ প্রস্তুতি।

[বশিষ্ঠ ও জাবালি সহ দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— এ-সঙ্কটে কোথা পথ, হে মহর্ষিগণ!
আছে কোনও উদ্ধারের ক্ষীণতম আশা
এ-সমূহ সর্ব্বনাশ হতে? মূঢ় আমি
দুর্ভাগ্যতাড়িত জীব, জানি না উপায়,
বিপরীত ফলপ্রসূ সকল প্রয়াস,
বিড়ম্বিত অদৃষ্টের জালে।

বশিষ্ঠ— মহারাজ! জ্ঞানী তুমি হয়ো না অধীর
সত্য বটে, কৈকেয়ীরে দত্তবাক্ তুমি,
সত্যবদ্ধ তার কাছে দুই বর দানে,
তবু আছে চিন্তনীয় আরো বহু কথা।

জাবালি— সত্য কা'রে বলে তাহা বিচার্য্য প্রথমে,
চিন্তনীয় সত্যের স্বরূপ। বরদানে
বাক্য-বদ্ধ সত্য তুমি দেব, কিন্তু যদি
সেই বর অন্যায় অনর্থকামী হয়,

তথাপি কি পালনীয় পূরণীয় তাহা ?
শিশুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা আদি
ঈপ্সিত প্রার্থিত বর হয় যদি কারো,
সত্যবদ্ধ বলে তাই, সে প্রার্থনা রাজা,
হবে পূরাইতে ? কোন্ শাস্ত্র এ-বিধান
দেয় রঘুমণি ! কৈকেয়ীর এ-প্রার্থনা
পরম গর্হিত, অশাস্ত্রীয়, অনর্থসংবাহী।

দশরথ— পরম গর্হিত !....

বশিষ্ঠ— বরদান সীমাবদ্ধ দেব, আপনার
ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতার ভূমে। কারো প্রতি
অবিচার করে' বরদান, হেন অধিকার
দেবতারও নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র
সিংহাসনে অধিকারী তব, লোকধর্ম্মে,
রাজধর্ম্মে, সর্ববিধ শাস্ত্রানুশাসনে।
সে-পবিত্র অধিকারে অন্যায় বঞ্চনা,
নিন্দনীয় অপরাধ মানবধর্ম্মের।

দশরথ— সত্য তাই ওহে তপোধন !

জাবালি— তা হতেও আরও গর্হনীয় : রামচন্দ্র
সর্ব্বপ্রিয় নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমার,
বিনাদোষে তাহারে দণ্ডিত করা
দীর্ঘ নির্ব্বাসনে, হেন বর প্রার্থনাও পাপ,
সম্প্রদান হেয়তর আরও।

দশরথ— কী আশ্চর্য্য, অজ্ঞ আমি জানি না কিছুই !

বশিষ্ঠ— তাই তুমি মহারাজ, সঙ্কল্পে সুদৃঢ় হও,—
হেন বর অপ্রদেয়, অশ্রদ্ধেয় অতি।

কোনও পাপ প্রত্যবায় নাই এতাদৃশ
সত্যের স্খলনে।

দশরথ- কী আনন্দ!
এ যে মুক্তি! আমি অবন্ধন! ভয় নাই,
আর ভয় নাই!

জাবালি— শাস্ত্র বাক্য হতে আরও
মহত্তর মানবের মর্ম্মের শাসন।
সত্যেরে করিও ধর্ম্ম যতদূর তারে
পাবে সর্ব্ব হৃদয়ের সাগ্রহ স্বীকারে।
তারও পরে ধর্ম্ম নহে তাহা, রক্তপায়ী
রাক্ষসের নির্বিকার দাসত্ব পালন।

দশরথ— তোমাদের এ-নির্দেশ এ-আশ্বাসবাণী
হে দ্বিজসত্তমগণ, অমৃতের মতো
মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিল আমার।
আতঙ্কে আছিনু মরে', বাঁচিলাম পুনঃ।
কী আনন্দ, কী উল্লাস, কী সুখহিল্লোল,
কী তুমুল উৎসবের কলকোলাহল
এ-হৃদয়ে উঠিছে গরজি', শক্তি নাই
বোঝাবো কেমনে!

বশিষ্ঠ- মহারাজ, আশ্বাসিত হোন।
যা অন্যায় চিরদিন, কোনো উচ্চ নামে
নাহি হয় ধর্ম্মের বিধান। সব ধর্ম্ম
মানবের শুভবুদ্ধিস্থিত। হে রাজন,
আমি নিজে দিব বার্ত্তা রাজ্ঞী কৈকেয়ীরে,
গর্হিত বরের যাচ্ঞা পূরণীয় নহে,

প্রতিবদ্ধতার দাবী লঙ্ঘনীয় তা-ও
ন্যায়ের আদেশে। কোনো চিন্তা করিও না দেব।

[সকলের প্রস্থান]

কোরাস— এ সংসার বড় ভ্রান্তিময়।
যা কিছু সহজ মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে,
হয় তো রহস্যে গূঢ় তা'ই এ-সৃষ্টিতে।
যা বিভ্রান্তিকর,
তার চেয়ে স্থূল স্পষ্টতর
হয়তো বা নাই আর কিছু ;
যাহা কিছু ঋজুরেখ বলিয়া ভাবিছ,
তাও পড়ে ধরা,
নিতান্ত বর্ত্তুল হয়ে আছে আগাগোড়া।
যারে কৃষ্ণ মৃত্যু বলে' তুমি আতঙ্কিত,
হয়তো তা' আলোকিত সিংহদ্বার
নবজীবনের,
নূতন স্বর্গের।
অন্য দিকে, রূপে বর্ণে গাঁথা,
যাহা তব আলিঙ্গনে বাঁধা
জীবনের সার সত্য বলে',
হয়তো বা নিরন্তর মৃত্যু দিয়ে রচিত সে
মায়িক প্রতিমা।
ছলনার কোথা পরিসীমা ?

তবু বলো সত্য চিরন্তন ?
সূর্য্য সত্য, আঁধি অন্ধতন ?

দৃষ্টি যা' আড়াল করে বারে বারে এসে,
তাহারে অক্লেশে
মিথ্যা বলে' অস্বীকার করা,
সে-ও সত্যনিষ্ঠা নয়, মিথ্যা মনগড়া।
সূর্য্য কি শাশ্বত ?
কত সূর্য্য নিভে গেছে মৃত্যু-পরাহত,
তারও নাই কোনো লেখাজোখা ;
কত সূর্য্য নিভে যাবে, সৃষ্টি বীতশোকা
তার করে না হিসাব।
তবু সূর্য্য মিথ্যা বলা সত্য-অপলাপ।
সব সূর্য্য তারা
একদিন মুছে যাবে চিহ্নলেশ হারা,
তবু সেই নাস্তিত্ব পরম,
একমাত্র সত্যের চরম,
এ-কথা বলিব কোন্ মতে ?
অলীক রূপের স্বর্গে মুগ্ধতাই সত্য এ-মরতে।
আমাদের যা কিছু সম্বল,
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সবই ভ্রান্তির ফসল।
এ-সংসার তাই
নানা ছন্দে শোভমান শুধু ছলনাই।
কেন তবে অর্থ খুঁজে মরা,
কেন্দ্রে যদি মহাশূন্য,
সৃষ্টি শুধু ভ্রান্তি দিয়ে গড়া ?

[কৈকেয়ীর প্রবেশ]

কৈকেয়ী— সত্যবদ্ধ রাজ্যেশ্বর নিলে অবশেষে

পলায়নে আত্মরক্ষা-পথ, মন্ত্রীদের
অতিপ্রীতিকর প্রভুমনোরঞ্জনী মিথ্যায়!
সত্য কিছু নয়, উদ্দেশ্যই মানদণ্ড
সত্য বিচারের! যাহা কিছু স্বার্থসুখ-
পরিপন্থী, হিসাবের, ফন্দী ফিকিরের
আনে বিপর্য্যয়, হোক তা সে অঙ্গীকার,
হোক তা সে শপথের মর্য্যাদাচিহ্নিত,
মনুষ্যত্ব যাক্ জলাঞ্জলি, অনায়াসে
যাবে বলা: ওর কোনো মূল্য নাই, নাই
সত্যের অমোঘ প্রত্যাদেশ; যা' দুঃসাধ্য,
অকার্য্য তা, অশ্রেয়, অন্যায়, করো তারে
অস্বীকার কুণ্ঠাহীন মনে, নাই পাপ,
হীনতার কলঙ্কের গ্লানি,—এই ধর্ম্ম,
বিশ্বলোক হৃদয়রোচন। সাধু, সাধু,
অতি চমৎকার! মোহ-অন্ধ রাজা যেথা,
স্তুতিব্রত সেথা মন্ত্রীদল। সব এক
চক্রান্তের ঘনিষ্ঠ সংযোগী। এত যত্নে
রচিত কৌশল, সন্তর্পণে আয়োজিত
এই অভিষেক, ব্যর্থ হবে, মিথ্যা হবে,
কৈকেয়ীর প্রাতিকূল্যে শুধু, এ-নিশ্চয়ই
দুরন্ত অন্যায়। এ-দুষ্কৃতি প্রতিরোধে,
এ-অনর্থ নিবারণে, সবে হও ব্রতী,
সত্যে মিথ্যা করো, আর মিথ্যারে সত্যের
অভ্রভেদী সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত,
ইক্ষ্বাকু কুলের ধ্বজা,—কোনো শঙ্কা নাই—

রহিবে উড্ডীন সগৌরবে।

পরাজয়,

লজ্জাকর অরুন্তুদ ঘৃণ্য পরাজয়,
চেয়ে আছে উপহাস্য মুখে। এর পরে
এ-অনর্থকারিণীর স্থান নাহি হেরি
অযোধ্যার প্রাসাদকুট্টিমে। ভরতেরও
অবস্থান হবে অনিশ্চিত, সকলের
বিষদৃষ্টি তিরস্কারে নিত্য শঙ্কাতুর।
তবু আছে এক পথ এ-সঙ্কটে স্থির :
সে আমার শেষ অস্ত্র অব্যর্থ অমোঘ ;
তোমরা জানো না তাহা, সত্য-পলায়নী,
মিথ্যার আশ্রিত রাজা আর মন্ত্রীদল !
তবু জানো না কি ? হয়তো আশঙ্কা ছিল, তাই
হোল স্থির, শ্রীরামেরে কিছু বিজ্ঞাপন
যুক্তিযুক্ত নয়। ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যব্রত,
সে যদি না মুগ্ধ হয় মিথ্যার কুহকে ?
সে যদি পবিত্রমনা সরল বিশ্বাসে
সত্য-মিথ্যা তর্কাতীত বলে দাবী করে ?
তা হলে যে অনর্থের সূত্রপাত ঘটে
পুনর্ব্বার ! তাই তারে রাখো অন্ধকারে।
নারী আমি, নিঃসহায়, তবু আমারেই
বঞ্চনার ষড়যন্ত্রে মেতেছ সকলে
লজ্জাহীন ! কিন্তু আমি যদিও দুর্ব্বল,
তবু, সর্ব্বনাশ মুখে হটিব না কভু ;
নিরস্ত্রের প্রাণান্ত সংগ্রাম, নখে দন্তে

শেষ বোঝাপড়া করে যাবো ক্ষমাহীন।
তাই আমি শ্রীরামেরে করেছি আহ্বান
ব্যগ্র স্নেহস্বরে। বিমাতারে ভালবাসে,
আসিবে সে সুনিশ্চিত কর্ত্তব্যের ডাকে।
তারপর জানে শুধু অদৃষ্টদেবতা
আর তার ধর্ম্মবোধ।

[রামচন্দ্রের প্রবেশ]

রাম— প্রণমি চরণে আর্য্যে করো আশীর্ব্বাদ।
জননী, আমারে কেন করেছ স্মরণ,
আজি এই অভিষেক-সংব্যস্ত পূর্ব্বাহে ?

কৈকেয়ী— কুশল হউক পুত্র। তুমি কুলোত্তম,
তাই তোমা স্মরিয়াছি এ-ঘোর বিপ্লবে।
এ-কুলের সমস্ত মর্য্যাদা আজ দ্বারভিক্ষু
তোমার ত্যাগের।

রাম— ত্যাগকুণ্ঠ নহি আমি।
কিন্তু কহ মাতা, আকস্মিক কোন ক্রান্তি
বিপন্ন করিল এই বংশের গৌরব ?

কৈকেয়ী— পিতা তব। মহারাজ আপনি স্বয়ং।

রাম— মহারাজ আপনি স্বয়ং! কোথা তিনি ?
নগরীতে উৎসব কল্লোল এখনো উল্লাসে
নিরঙ্কুশ। প্রগল্‌ভ প্রমোদরঙ্গে
নরনারী তেমনি উচ্ছল। কোনোখানে
বিন্দুমাত্র সন্দেহের ক্ষীণ কৃষ্ণছায়া
পড়ে নাই মালিন্যদূষিত। তবে মাতা
কোন্ রন্ধ্রে এই দুর্ব্বিপাক ?

কৈকেয়ী— রন্ধ্র সেই
চিরন্তন মানুষের অন্তর্নিহিত পাপ,
দুর্বলতা নাম যার। শোনো পুত্র মোর :
সত্যনিষ্ঠা এ-বংশের মহৎ গৌরব
সর্বচরাচরে খ্যাত। সেই সত্য যদি
নিরাশ্রয় হয় এই ঐক্ষ্বাকব কুলে,
হারায় সকল মান মহত্ব মর্য্যাদা,
কার সত্য ক্ষতি, তুমি বলো হে রাঘব ?

রাম— সীমাহীন ক্ষতি মাতা এ-পুণ্যকুলের।
পূর্বার্জ্জিত তপস্থার সমূহ বিনাশ
আর অনন্ত অখ্যাতি।

কৈকেয়ী— সেই মহাসর্বনাশ
গ্রাসিতেছে এই পুণ্যকুল,—আমাদের
সকলের মুখাপেক্ষী এ-কুলগৌরব।
ত্যাগনিষ্ঠ জানি বৎস তুমি। কিন্তু বলো,
বিপন্ন সত্যের ডাকে, বিপন্ন কুলের
পবিত্র সম্ভ্রম তরে, কতদূর দুঃখসাধ্য
ত্যাগব্রতে কুণ্ঠাহীন তুমি। এই অভিষেক
পারো যেতে হেলায় ত্যজিয়া ?

রাম— অনায়াসে
পারি মাতা।

কৈকেয়ী— তারও চেয়ে আরো সুকঠিন
ত্যাগ যদি প্রার্থী হয় দ্বারে, রাজ্যসুখ,
আত্ম পরিজন, ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ আর
পিতার নির্বন্ধ অশ্রুজল, তবু সেই ত্যাগে

তেমনি অকুণ্ঠ রবে তুমি ?

রাম— রবো দেবী।

ত্যাগ যেথা ধর্ম মহত্তম, লোভে ভয়ে
তা' হতে স্খলন মাতা শ্লাঘ্য নাহি গণি।

কৈকেয়ী— সাধু পুত্র। শোনো তবে ত্যাগের আহ্বান
রঘুকুলমণি : একদা অতীত দিনে,
দেবাসুর যুদ্ধে যুযুধান পিতা তব
ক্ষতজীর্ণ মৃতপ্রায় হ'লে, সে-সঙ্কটে
নিজপ্রাণ তুচ্ছ ক'রে অক্লান্ত সেবায়,
ফিরায়ে আনিয়াছিনু পিতারে তোমার
স্থির মৃত্যুমুখ হতে সাবিত্রীর মতো।
শুনেছ কি সে কাহিনী ?

রাম— শুনিয়াছি মাতা।

কৈকেয়ী— সেই হেতু দুই বর প্রতিশ্রুত তিনি।
আজি প্রাতে সেই দীর্ঘ প্রতিশ্রুতিখানি
পূরণের করেছি প্রার্থনা।

রাম— অতি দুষ্পূরণীয়
কোনও যাচ্ঞা সে কি ?

কৈকেয়ী— ভরতের অভিষেক
প্রথম প্রার্থনা মোর।

রাম— আর অন্যতর ?

কৈকেয়ী— আর তব সদ্য বনবাস, হে রাঘব,
দণ্ডক অরণ্য মহাদেশে, চতুর্দ্দশ
বৎসর মাত্রিক, জটা চীর অজিন-আশ্রয়ী।
ধর্মনিষ্ঠ পুত্র মোর, কেন বাক্যহীন !

রাম— স্বীয় তরে নহে মাতা। এ-প্রার্থনা তব
মৃত্যুশেল সম নিদারুণ বাজিয়াছে
পিতারে আমার। মোর প্রতি স্নেহ-অন্ধ
জানি তাঁরে আমি। হে জননী, একদিন
যে-জীবন দিয়েছিলে ফিরে মহারাজে,
বিশল্যকরণী তব অমৃত সেবায়,
আজ পুনঃ সেই প্রাণ নিতে চাও হরে',
এই মর্মভেদী শল্য আপনি আঘাতি?

কৈকেয়ী— বরদানে পিতা তব প্রতিবদ্ধবাক্
এ-কথা ভুলো না পুত্র। সত্য আজ দাঁড়ায়েছে
অঞ্জলি পাতিয়া রাম, তোমাদের দ্বারে,—
কঠিন প্রার্থনা তার, এই অনুনয়ে,
তাহারে ফিরাবে শূন্য হাতে? উচ্চশীর্ষ
এ-কুলের রহিবে গৌরব অমলিন?

রাম— সত্য মাতা, পিতা মম বদ্ধ অঙ্গীকারে,
ধর্ম আজি প্রার্থী দ্বারে তাঁর, সত্য তাঁর
আশ্রয়ভিখারী। মর্মন্তুদ যে-দুরূহ
প্রশ্নে পিতা সম্মুখীন আজ, সাধুবৃত্ত
এই কুলে একমাত্র সদুত্তর তার
আছে লিখা মর্মগ্রন্থি মাঝে সকলের।
আমার পৌরুষে মাতা কোরো না সন্দেহ।
আমার কর্ত্তব্য অতি সহজ সরল।
এই দণ্ডে বনযাত্রা-সঙ্কল্পিত আমি।
পিতার সত্যের ব্রত সাধ্যতর হবে
তার ফলে। প্রিয় ভ্রাতা সৌম্য ভরতেরও

অভিষেকে কোনো বিঘ্ন প্রতিবন্ধ আর
না রবে কোথাও। কোনো শঙ্কা করিওনা মাতা,
পিতা মোর এ ঘোর সঙ্কটে সুনিশ্চিত
হইবেন জয়ী। সত্যাশ্রয়ী কুলধর্ম
হবে না লাঞ্ছিত।

কৈকেয়ী— সাধু পুত্র সঙ্কল্প তোমার। তব যোগ্য
নিঃসন্দেহ অতি। তবু শঙ্কা জাগে মনে,
সুমসৃণ হবে কি সাধন? পিতা তব
অতি স্নেহাতুর, বয়সের জীর্ণতায়
দুর্বল মানস। মন্ত্রী অমাত্যের দল
বহু যুক্তি প্রয়োগ কৌশলে……

রাম— হে জননী,
মোর যাহা করণীয় সে তো সাধ্য মোর।
যাবো আমি বনবাসে, স্বেচ্ছা নির্ব্বাসনে,
বল্কল অজিন পরিধায়ী। তার পরে
আর যাহা সিদ্ধ হতে বাধা নাহি হেরি।
পিতৃসত্য পরিপূর্ণ হবে সম্মানিত,—
মোর বনযাত্রা হতে লভিবে সংবেগ।

কৈকেয়ী— যাও বৎস, কর্ত্তব্যের পবিত্র আহ্বানে,
তুমি কুল-দীপঙ্কর, সত্যের আশ্রয়।

[রামচন্দ্রের প্রস্থান]

কৈকেয়ী— এইবার কৌশল্যারঞ্জন মহারাজ!
হেনেছি চরম অস্ত্র, দেখি কোন্ বলে
রক্ষা পাও মন্ত্রীর আশ্রয়ে। ছলনার

দ্যূতক্রীড়া একমুখী অস্ত্র নহে রাজা,
উভয়ে খেলিতে পারে তুল্য পারঙ্গম।
এইবার পরাজয় তব।
দুঃখ শুধু
রামচন্দ্র এমন মহৎ।

[প্রস্থান]

কোরাস— নিজের দুঃখ নিজেই আমরা কিনি,
এ-সংসারে এই বাণিজ্য করি।
মরি যখন নিজের হাতেই মরি।
নিজেরে বাঁধি, নিজেরে মারি,
নিজেরই ডাকি সর্বনাশ
সৃষ্টিছাড়া মরীয়া উৎসাহে,
কিসের যেন দাহে।
অন্য জীবে হয়তো দয়া আছে
নিজের প্রতি নাই,
নিরবশেষ দেউলে হয়ে তবেই যদি থামি
এমন হতভাগাই।
আর সকলে ছল্‌বো অভিলাষে
নিজেরে শুধু ছলি,
নিজেরই ষোল আনা বিকিয়ে যায় চলি,
খেয়াল রাখি না সে।
স্কন্ধে যেন কী এক বিষম ভূত
ধাইয়ে নিয়ে চলে, ঊর্দ্ধশ্বাসে,
সর্বনাশের মুখে।

বলতে পারো কিসের তৃষ্ণা, রক্তে অনির্বাণ,
কিসের দাহ কিসের হাহাকার ?
কেন যে এই অফুরন্ত
আরো জেতার নেশায়
চরম হারা নিজেরে বাজি রেখে ?

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য— হায় দৈব, হা ঈশ্বর, হায় রে রমণী,
একী ঘোর অনর্থের করিলি সূচনা !
হা অযোধ্যা ! হতভাগ্য রাজা দশরথ !

১ম কোরাস— কেন বন্ধু বিলাপের এই উচ্চরোল !
সদ্য কোন দুর্বিবপাক হানিল আঘাত ?

ভৃত্য— হা অদৃষ্ট, জানো নাকি সব আয়োজন,
অভিষেক উৎসবের সব সমারোহ,
বিসর্জ্জনে হবে শেষ আগামী প্রভাতে ?
ভরতজননী কাছে বৃদ্ধ দশরথ
—অতিস্ত্রৈনতার এই দুঃখের ফসল—
সত্যবদ্ধ শ্রীরামের নির্বাসন আর
ভরতের যৌবরাজ্য-অভিষেক তরে।

১ম কোরাস— দূর হতে কিছু তার পেয়েছি আভাস।

ভৃত্য— এ-সঙ্কটে এ-রাজ্যের তরী বুঝি ডোবে।
হায় বিধি দেখিনা যে কোনো পরিত্রাণ।
বৃদ্ধ রাজা উন্মত্ত অধীর শোকে একান্ত কাতর।
কিন্তু রঘুমণি আপন আদর্শে স্থির
সঙ্কল্পে অটল,—পিতৃসত্য রক্ষা তরে

যৌবনে সন্ন্যাস লয়ে যাবে চলি' বনে,
সিংহাসন, রাজ্যসুখ দিবে জলাঞ্জলি।
রাঘবঘরনী সীতা আর সুকুমার
সৌমিত্রি লক্ষ্মণও দৃঢ় শ্রীরামের সহ
তাঁহারাও বনযাত্রী হবে। অযোধ্যার
রাজপুরী তাই ক্রন্দনে বিলাপে উতরোল।
আমি যে পলিতকেশ এঁদেরই সেবায়,
শ্রীরামে করেছি কোলে সেই শিশুকালে,
এই মহাসর্বনাশ হেরিব কেমনে?
ঐ আসে বৃদ্ধ রাজা শ্রীরাঘব সহ,
স্রস্তবেশ, স্খলিতচরণ, অনুনয়ে লোল,
অভিভূত অদৃষ্টের ভয়াল স্বরূপে।
হায়রে এখনো যদি কোনো দেবতার
আশীর্বাদে এ-অকূলে দেখা দিত কূল!

১ম কোরাস— আমাদেরও প্রার্থনা তাহাই।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

[দশরথ ও রামচন্দ্রের প্রবেশ]

দশরথ— প্রিয় রাম, প্রিয়তম পুত্র মোর, শোনো:
মিথ্যা কথা, সত্যবদ্ধ নহে তোর পিতা,—
যে-সত্য অনর্থকামী, নীতি-বিগর্হিত,
সে-পাপের কোনো দাবী প্রত্যাদেশ নাই।
এই আমি ঋষি-বাক্য করেছি গ্রহন,
তুমিও শুনেছ পুত্র তাঁহাদের মুখে।
তবু কেন এই নৃশংসতা!

রাম— মহারাজ
ক্ষমিও আমায়। এ-যুক্তির মর্ম আমি
পারি না বুঝিতে। সত্য যদি করে দাবী
কঠিন দুঃখের, তারে অস্বীকার করা
আর্য্য ধর্ম সে কি? মনে করো বলিরাজ কথা।
ত্রিভুবন দিতে হোল তাঁরে, অঙ্গীকৃত
সত্যের আহ্বানে। সিংহাসন, রাজ্যসুখ,
কিছু মোর স্বাধিকারভুক্ত নয় দেব,
তোমার ঐশ্বর্য্য এরা, তোমাতে আশ্রিত,
দেয় বা অদেয় পিতা তোমার ইচ্ছায়।
সে-ইচ্ছাও প্রতিবদ্ধ সত্যের আদেশে
কৈকেয়ী জননী কাছে। এরে অস্বীকার করা
ধর্ম্য নয় পিতা।

দশরথ— হে রাঘব
দেখ মোর বিমূঢ়িত দশা। নিজ ইষ্ট
রাজ্য প্রজা সব কিছু আনিয়াছি
বিনষ্টির মুখে। মূঢ়তার আয়োজিত
সর্বনাশ হতে রক্ষা করো পুত্র মোরে,—
কোনো মিথ্যা করিবে না স্পর্শ তোমাদের,
সব পাপ প্রত্যবায় মোর।

রাম— পিতা, পিতা, ক্ষমা করো ক্ষমা করো মোরে,
দুঃখদায়ী দুর্ভাগ্য তনয়ে। ধর্মবদ্ধ
তুমি আমি উভয়ে সমান, বাক্যে তুমি,
সনাতন কর্ত্তব্যের প্রশাসনে আমি।
মুক্তি নাই পলায়নে কিম্বা ধর্ম-দ্রোহে,

খড়্গ মুখে বন্ধন ছেদনে। মর্ম্মমূলে
অনুস্যূত নির্ব্বিকার এ-অনুশাসন।
পিতা তুমি হয়োনা দুর্বল। চতুর্দ্দশ
বর্ষকাল দুঃখলেশহীন অতিক্রান্ত
হবে দেব নিমেষ-বিলীন, শ্রীচরণ
আশীর্বাদে তব।

দশরথ— পুত্র মোর, প্রাণাধিক, শোনো।
আমারেও সঙ্গে লও তব। আমি তো
সঙ্কল্পবদ্ধ বহুদিন হতে, সংসারের
শেষকৃত্য, অভিষেক তব, সাঙ্গ হলে
বানপ্রস্থ লইব শরণ। নিয়ে চলো
তাই পুত্র আমারেও জীর্ণদেহপ্রাণ
তোমার অরণ্য যাত্রাপথে। পেশল এ
দীর্ঘ দেহ দেখ ভগ্নপ্রায়। সব কৃত্য
অবসিত মোর শুধু সেই শেষ লাগি'
অপেক্ষিয়া আছি। তুমি রবে বনবাসে
পিতৃসত্য পালনের ব্রত উদ্‌যাপনে,
আমি রবো সাথে তব, পিতৃপিতামহদের
চির অনুষ্ঠেয় ব্রত, অরণ্যপ্রস্থান,
আচরণ অনুষ্ঠান করি'। অস্খলিত
নিষ্ঠা তব দিবে বল, পরম নির্ভর,
আমারেও বৈরাগ্যের সাধনে সংযমে।

[রাম নিরুত্তর]

দৌবারিক! সুমন্ত্রে, বশিষ্ঠদেবে,
দাও সুসংবাদ। যাবো আমি বানপ্রস্থে,

আয়োজন তার এই দণ্ডে সুসম্পন্ন হোক ;
যাবো আমি রাঘবের সমভিব্যহারে।

রাম— শেষ কৃত্য এখনো রয়েছে বাকি পিতা।
ভরতের অভিষেক স্বীয় সুমঙ্গল করে
আপনারই করণীয়। তার পূর্বে তব
সংসারের দায় হতে কোথা অব্যাহতি ?

দশরথ— কোনো কৃত্য নহে সে আমার ! ভরতজননী
আর শুভার্থীরা তার নিশ্চিত পর্যাপ্ত হবে
শোচনীয় সে-উৎসব তরে। যাহা কিছু
সংসারের নিত্য কর্ম্মজালে করণীয়
ছিল পুত্র মোর, দুর্ভাগ্যের ক্রূর প্রবর্তনে
সাঙ্গ তাহা তোমারে আশ্রয়চ্যুত করে',—
এর পরে এই বিষকূপে বাস হবে
প্রাণবায়ু হন্তারক প্রতি নিমিষেই।
হে পুত্র, পরম প্রিয় হে কুলতিলক,
কোরো না নিষ্ঠুর অনুরোধ, মর্ম্মঘাতী
ধর্ম্ম্য কথা বলে'। আমারেও সঙ্গে লও
বার্দ্ধক্যের প্রতি করুণায় !

[জানু পাতিয়া] দেখ তোর
ভূমি-লগ্ন-জানু পিতা, অশ্রুরুদ্ধবাক্,
এ-প্রার্থনা করে সকাতর !

রাম— [পিতার চরণে পড়িয়া]

হে বিধাতা,
অরুন্তুদ একী দুঃখ দিতেছ আমারে
নিষ্করুণ !—পিতা, তুমি চিরক্ষমাশীল,

ক্ষমা করো অবোধ তনয়ে। [দশরথকে ধরিয়া তুলিলেন]

বানপ্রস্থ

বৈরাগ্যের একান্ত সাধনা পিতা সংসারের
আকর্ষণ দূরবর্তী রেখে। মোর সঙ্গ
সে-সাধনে হবে প্রত্যবায়, আমি তব
তিতিক্ষার উপলক্ষ যেথা। ক্ষমো পিতা
নির্মমতা মোর! ধর্ম-রশ্মি-নিয়মিত
চিত্ত মোর বদ্ধ নিরুপায়। মর্মস্থল
ভগ্ন চূর্ণ হলে' তবু বিনা প্রতিবাদে,
প্রাণরক্ত-সিক্ত সেই পথে যেতে হবে
স্থির পদক্ষেপে।

দশরথ— হায় পুত্র, মৃত্যুলগ্ন
নহে দূর মোর, শুনিতেছি এই বক্ষ মাঝে
রথচক্রধ্বনি তার। আর গুটিকয়
দিন যদি যেতে অপেক্ষিয়া—জানি তুমি
স্থিরলক্ষ্য, দৃঢ়ব্রত, তবু—হয়তো আমার
আকাঙ্ক্ষিত শেষ কৃত্য তব প্রিয় করে
হোত সুনিষ্পন্ন বীর। রাখিবে না
এই অনুরোধ মৃত্যুপথযাত্রী জনকের?

রাম- বিদায়ের ক্ষণ কোরো না কঠিন পিতা
আর্দ্র অশ্রুজলে। ধর্ম যবে সুকঠোর
আজ্ঞা লয়ে দাঁড়ায় সম্মুখে, তার মাঝে
বিধাতার অভিপ্রায় আভাবিত রয়।
সেই অভিপ্রায় পিতা এই দুঃখ মাঝে

করো অনুভব আর দেহ অনুমতি মোরে
দুঃখ বহনের।

[রাম প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে দশরথ কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে বিহ্বলের মতো বলিয়া উঠিলেন :]

দশরথ— এ অন্যায়! বীভৎস অন্যায়!
যাবো আমি,
আরবার ধরিব তাহার হাত, বনবাস-
অভিমুখী তারে আরবার বুঝায়ে বলিব,—
এ-তাহার নিষ্করুণ ব্যাধকর্ম ঘোর
আত্মজন প্রতি, এ তাহার মৃত্যুদণ্ড দান
নিরীহ জনেরে।

[চলিতে অসমর্থ]

কিন্তু কেন জানু শক্তিহীন? পদদ্বয়
ভূমিবদ্ধ যেন! কেন আমি গতিশক্তিহীন!

[নেপথ্যে রোদন ধ্বনি

ঐ বুঝি যায় চলে বনে। রোদনের
উঠিছে ঘোষণা ওই প্রাসাদ দুয়ারে।
প্রতিহারী! প্রতিহারী!

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতিহারী— প্রভু! [চক্ষু মুছিল]

দশরথ— নিয়ে চলো
রামের সকাশে মোরে এখনি সত্বর।
অঙ্গ মোর বলহীন, নহে আত্মবশ।
আমারে স্থাপন করো তার যাত্রাপথে।

আছে কথা বলিতেই হবে, আছে অনুনয়।
আর আছে শ্লথ জীর্ণ এই দুই হাত:
রুধিব তাহার গতি, নিবারিব তারে।

প্রতিহারী— চলো প্রভু, চলো সাথে মোর।

দশরথ— রাম! রাম! রাম!

[প্রতিহারী দ্বারা নীয়মান হইয়া প্রস্থান]

কোরাস— মনে রেখো দৈব হতে
কেহ নহে পরাক্রান্ততর।
কর্ম যদি ইচ্ছাধীন সঙ্কীর্ণ সীমায়,
ফল তার চিরদিন দৈব-পরিধৃত।
মানবের কৃত্য তাই ইচ্ছার সীমায়
সঙ্কল্পেরে শুদ্ধ রাখা আদর্শে সংযমে,
কর্মফলে নহে বিচারীয়।
ঘটেছে যা বিপরীত, ইচ্ছাপ্রতিকূল,
হোক তাহা দুঃখদায়ী—
মনে রেখো দৈবমূল তাহা।
আমাদের দুঃখের অক্ষরে
বিধাতার মহাকাব্য হতেছে রচনা দূরকালে,
কিম্বা কোনো দুর্নিরীক্ষ্য অভিপ্রায় তাঁর
নিশ্চিত হতেছে সিদ্ধ
আমা সবাকার
কঠিন দুঃখের বেদনায়।

মানুষের তপস্যারে
বারে বারে হেনেছে আঘাত

অসুরের রাক্ষসের অনর্থ উৎপাত।
লোভ মোহ প্রতাপমত্ততা
পঙ্কিল রক্তের স্রোতে
কতবার ডোবালো সভ্যতা।
কতবার মানববিধাতা
বিপন্ন সে তপস্যারে
বারে বারে করেছে উদ্ধার
ত্যাগব্রতী মানুষের দুঃখের কঠিন মূল্যদানে,
নীলকণ্ঠ মহতের হলাহল পানে।
যে-অদৃশ্য কাজ করে যায়
তারায় তারায়,
আমাদের প্রয়াসের তলে
বিচিত্র যে ইতিবৃত্ত গেঁথে গেঁথে চলে,
তার 'পরে রাখিও বিশ্বাস।
বেদনাই মানবেতিহাস॥

যে-পুত্র বীজের গর্ভে অঙ্কুরের মতো
সযত্নে লালিত হোল, কাল পূর্ণ হলে'
ঘটে তার মর্মভেদী মহানিষ্ক্রমণ।
সৃষ্টির রহস্য এই, এই ধর্ম তার।
কেন তবে শোক?
যারে বলো আত্মজ তোমার,
আপনার রক্তমাংসে গড়েছ যাহায়
অনুরূপ করে',
মনে হয় পরিচিত সে কি?

তার ভাষা বুঝিতে কি পারো ?
বাক্য চিন্তা কর্মে ভাবে
সে কি নয় অজানা বিদেশী ?
ইতিহাস-বিধাতার আপন রচনা ?
কেন তবে শোক ?

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে রোদনধ্বনি।
স্খলিত চরণে ধীরে ধীরে দশরথের প্রবেশ]

দশরথ— চলে গেল। শুনিল না কোনো অনুনয়।
মানিল না দীর্ঘশ্বাস অশ্রু হাহাকার।
ফিরিল না ব্যাকুল আহ্বানে। বুঝিল না,
পিতা আমি পরিত্যক্ত সদ্যোকালগ্রাসে।
চলে গেল। শুনিল না কৌশল্যার
সুমিত্রার উতরোল অশান্ত রোদন।
ধর্ম তার এতই নিষ্ঠুর। আকাশ-উত্তুঙ্গ
র'বে মহিমা তাহার, পিতা মাতা ভাই বন্ধু
প্রজা পরিজন, সকলের ভগ্ন হৃদয়ের,
সুউচ্চ স্তূপের শীর্ষে প্রোথিত উড্ডীন।
হায় সত্য, হায় ধর্ম, মর্মের বন্ধন,
জীবনের মর্মন্তুদ প্রহেলিকা জাল।

[নেপথ্যে বিলাপ]

কৌশল্যা, আশ্বস্ত হও।
কৈকেয়ীরে দিব শাস্তি, আমি দশরথ
সিংহাসনে এখনো আসীন। সর্ব্বশেষ
নিঃশ্বাসের সাথে কিছু শাস্তি দিয়ে যাবো

সেই নৃশংসারে, কিছু শাস্তি তার দুষ্কৃতির।
প্রতিহারী।

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

মহাদণ্ডনায়কের কাছে
এখনি ঘোষণা করো আমার আদেশ :
আজ হতে বন্দী রবে ভরত জননী,
মহাদুঃখদায়িকা সে নারী, যত দিন
সিংহাসনে অভিষিক্ত কুমার ভরত
না করিবে জননীর শৃঙ্খল মোচন।

[প্রতিহারীর প্রস্থান]

[বার্ত্তাবহের প্রবেশ]

বার্ত্তাবহ— মহারাজ, সসম্ভ্রম লহো প্রণিপাত।
সুদূর কেকয় হতে সদ্য উপাগত আমি
বার্ত্তাবহ আর্য্য ভরতের ; আনিয়াছি
করিয়া বহন তাঁর উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা,
আপনার শ্রীচরণ আর শ্রীরামের,
সৌমিত্রির, শ্রদ্ধাস্পদা জননীগণের,
নিরাময় কুশল আগ্রহী। দীর্ঘকাল
আশীর্ব্বাদ-সন্দেশ বঞ্চিত, উৎকণ্ঠায়
কাটে দিন তাঁর, রাত্রি কাটে দুঃস্বপ্নের
আতঙ্ক বলয়ে। এক স্বপ্ন ক্রমাগত
সন্ত্রাশিত নিদ্রা তাঁর করিছে তাড়না :
শ্রীরামের শিরোভ্রষ্ট রাজমুকুটিকা
কেহ যেন উগ্রবলে করিছে প্রয়াস

কুমারের নিজ শিরে করিবে স্থাপন।
এ-স্বপ্নের ভয়াবহ সুতীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে
চিত্ত তাঁর মহারাজ অতি ব্যাকুলিত
সকলের শুভবার্ত্তা তরে। আর্ত্তস্বরে
কহিলেন তিনি ঃ যাও তুমি, পিতৃপদে
মোর শঙ্কা কোরো নিবেদন। পরিক্লিষ্ট
আমি এই দুঃসহ চিন্তায়, রাঘবের
উদ্দিষ্ট আসনে বুঝি কোনো দুষ্টগ্রহ
ফেলে রুষ্ট.ছায়া, বুঝি কোনো চক্রান্তের
হিংসক উদ্যম, করে তাঁরে নিষ্ঠুর মৃগয়া।
শ্রীরামের উচ্চ অধিকারে, কোনো ঘৃণ্য
লুব্ধকের পাপ হস্ত প্রসারিত হলে,
আমি তারে করিব না ক্ষমা, অনুগত
অনুরক্ত আমি তাঁর একান্ত সেবক ঃ
এই মর্ম্ম কহিলেন কুমার ভরত।
এই তাঁর শ্রীহস্তের আপন লিপিকা।

[দশরথকে লিপি প্রদান]

দশরথ— [লিপি পড়িয়া]

হা নিয়তি! অপূর্ব্ব নির্ম্মমগতি তব!
ভরতের এই লিপিখানি তোমারই তো
ক্রূর পরিহাস,—সার্দ্ধদিন অতি বিলম্বিত
মৃত্যুশেষে মৃত্যু দণ্ড রোধ!

প্রতিহারী,

দাও এই প্রাণপ্রিয় পুত্রের লিখন
ভরতজননী হস্তে এখনি সত্বর।

এই তার ধ্রুব শাস্তি হবে। প্রত্যাহৃত
পূর্ব্বের আদেশ।—পুত্র মোর চক্রান্তের
যূপবদ্ধ বলি, আমি অন্ধ, মৃগ ভ্রমে
তপস্বীরে করিনু মৃগয়া, কৈকেয়ীও
আপনার আয়ুধের আপনি শিকার!
হা ঈশ্বর, এ কী ঘোর দুঃখের বলয়ে
হে নির্দ্দয়, ঘিরেছ সকল প্রাণ তুমি!

[বশিষ্ঠের প্রবেশ]

বশিষ্ঠ— হে রাজন, অদৃষ্টের অঙ্গুলি-লিখন
হেরিতেছি, মর্মদ্রাবী দুঃখময় এই
সর্ব্ব অঘটন জালে। অন্যথায় প্রাজ্ঞ তুমি,
কেন তব পরাজয় বিভ্রান্তবুদ্ধির
ঘূর্ণিপাকে? কেন তুমি কুমার ভরতে
রাখিলে সরায়ে দূরে এই অভিষেকে?
উপস্থিতি তাঁর সব শঙ্কা ঈর্ষা ক্রোধ
প্রেম মন্ত্রে করিত উন্মূল—প্রিয়দর্শী
প্রিয়ভাষী, সে যে চির জ্যেষ্ঠ-অনুরাগী।

দশরথ— হেরিতেছি সব পূর্বাপর উদ্ভাসিত
দিব্য লিপি সম। এ-আমারই স্বোপার্জ্জিত
মহা সর্বনাশ! এতো সেই যৌবনের
অজ্ঞানে আহৃত পাপ, অভিশাপরূপে
এতদিনে বিষজীর্ণ করিল আমারে।

বশিষ্ঠ— মহারাজ, ভবিতব্য হবে সংঘটিত
ঈশ্বরের ইহাই বিধান। বৃথা শোক!

দশরথ— (আকুল স্বরে)
মুনিবর! কী নিবিড় ধূলির কুজ্ঝটি
চারিদিকে! অন্ধকার হেরি। বনপথ-
প্রধাবিত শ্রীরামের রথ ধূলিজাল
দৃষ্টি মোর আচ্ছন্ন করিল অন্ধকারে!

[কৌশল্যা প্রভৃতির প্রবেশ]

সকলে— এই যে আমরা মহারাজ। দৃষ্টি মেলে
দেখো আমাদের! [সকলে দশরথকে ধরিলেন]

দশরথ— দৃষ্টি মোর রাম সহ
গেছে বনবাসে। ফিরিবেনা আর।
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ মৃত্যু ঘিরিছে আমায়!
চিতা ধূমে আড়ষ্ট নিঃশ্বাস! হায় কষ্ট!
দুর্গতির শেষ শয্যা শেষ পরিচ্ছেদে!

সকলে— চলো প্রভু করিবে বিশ্রাম।

[সকলে দশরথকে ধীরে ধীরে ভিতরে লইয়া গেলেন]

কোরাস— কী করুণ দশরথ নিয়তি তোমার!
তবু জানি অদ্বিতীয় নয়। দূর হতে
দেখিতেছি, তোমার মুকুরে পড়িতেছে
প্রতিভাস চিরন্তন মানব ভাগ্যের।

[নেপথ্যে ক্রন্দন ও হাহাকার]

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবারিক— হতভাগ্য অযোধ্যার জনপদবাসী!
আরো এক সর্বনাশ তোমাদের শিরে

এলো নেমে প্রলয়ের আকস্মিক বেগে।
পুণ্যশ্লোক দশরথ নৃপতিভূষণ,
আমাদের জনকপ্রতিম, সদ্য এই
দুঃখলোক করিলেন ত্যাগ। ক্ষণপূর্বে
দেখেছ সকলে, শোক মুহ্যমান তাঁরে
নীয়মান অতিযত্নে অতি সাবধানে,
কৌশল্যার শয়ন মন্দিরে, শুশ্রূষা ও
বিশ্রামের তরে। কিন্তু হায়, শয়নের
আসন্ন প্রয়াসে, শোকজীর্ণ বৃদ্ধরাজা
সহসা স্খলিতপদে চ্যুত হোল, নিরালম্ব
স্পন্দহীন প্রতিমার মতো। আর সেই
ভূলুণ্ঠিত দেহ হতে তখনি নিমেষে
ক্লিষ্ট প্রাণবায়ু তাঁর মিশালো আকাশে।
রাম রাম এই নাম জপমন্ত্র সম
উচ্চারিত ছিল তাঁর জড়িত কণ্ঠের
শেষ আর্তি মাঝে।

হে অযোধ্যাবাসিগণ!
ভাগ্যহীন আমরা সকলে। অপ্রমেয়
দুঃখ আমাদের, অশেষ ক্রন্দন!

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে ক্রন্দন রোল]

কোরাস— জন্ম হতে মৃত্যুঘেরা মানুষের আয়ু,
এরই মাঝে ঘুরে মরে অতিতপ্তস্নায়ু
মানব জীবন। সুখের প্রত্যাশী প্রাণ
ব্যগ্র হাতে জমা করে দুঃখ অফুরান

সুখের সন্ধানে। চারিদিকে অগ্নির বলয়,
ভীত আর্ত্ত প্রাণ, তারই মাঝে অমৃত আলয়
করে নিত্য রচনা প্রয়াস, সুখস্বপ্ন দিয়ে,
অনেক করুণ আশা প্রেমতৃষা নিয়ে।
কিন্তু সে যে জতুগৃহ, বাসযোগ্য নয়,
বোঝে স্বল্প কালে ;—দগ্ধশেষ, ভস্মময়,
পড়ে থাকে সকল প্রয়াস, জীবনের
কিছু অংশ ভস্মসাৎ করে'। দুঃখ এর
আকাশে বাতাসে, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তাই
নিতে হয় বুকের কোটরে ; কোনো শান্তি নাই
মৃত্যুর শুশ্রূষা বিনা। দাহ্য এই হাওয়া
রক্তে তোলে বেদনা জোয়ার। আগুনের ছোঁওয়া
লেগে রয় চিন্তায় ইচ্ছায় কর্ম্মে আর।
তাপতপ্ত, প্রদাহ-ক্ষোভিত বাসনার,
নখরশোণিত-চিহ্নে জাগে ভয়ঙ্করী
সে-জ্বালার বিষ। প্রলয়ের সহচরী,
তীব্র হাহাশ্বাসে, অকস্মাৎ ঘূর্ণিঝড়ে,
সে-প্রদাহ ফেরে সঞ্চারিয়া, সর্ব্বস্তরে
ধ্বংসের আবর্ত্ত রচি'।

তবু যে-স্থিতধী,
সুখের প্রত্যাশী নয়, শান্ত নিরবধি,
কর্ত্তব্যের ক্ষুরধার পথে একাগ্রমানস,
চলে ধীর পদে, সেই যার নিঃশ্রেয়স,
দুঃখের প্রহারে সে-ই দুর্ভেদ্য কবচে
রয় নির্ভিক অটল। কিন্তু সেও রচে

দুঃখজাল হায় অপরের তরে, নিয়তির
পরিহাস এই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির,
ভোগের ত্যাগের, মিশ্র সব উপাদানে
সৃষ্টি করে সে-মোহিনী বিশ্বনিকেতনে
দুঃখ উর্ণাজাল।

যে-আলেখ্যখানি
উন্মোচিত হোল হেথা, তার মর্ম্মবাণী
মানবের সর্ব্ব ইতিহাসে, চিরদিন
ধ্বনিত হইবে মন্দ্র, বিরামবিহীন।

—সমাপ্ত—